জাকাত ও ফেতরার বিস্তারিত মছলা

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন,
এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী
জনাব, আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,
ফকিহ্ শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার" ও
প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
চতুর্থ মুদ্রণ - ১৪২১ বঙ্গাব্দ
মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين

জাকাত ও ফেতরার বিস্তারিত মাছায়েল।

—ঃ ঃ—

প্রঃ - জাকাত দেওয়া কি ?

উঃ - উহা ফরজ।

প্রঃ - জাকাত না দিলে কি শাস্তি হইবে?

উঃ - কেয়ামতে স্বর্ণ রৌপ্য দোজখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া উহার বিগলিত ফলক দ্বারা জাকাত নাদেনে ওয়ালার ললাটে পৃষ্ঠদেশে এবং দুই পার্শ্ব দেশে ৫০ সহস্র বৎসর দাগ দেওয়া হইবে। - হাদিছ।

অন্য হাদিছে আছে, উহা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সর্প হইয়া জাকাত নাদেনে ওয়ালার গলদেশে গলবন্ধন স্বরূপ হইয়া দংশন করিতে থাকিবে।

প্রঃ - কোন ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ হইবে ?

উঃ - বুদ্ধিমান, বালেগ, আজাদ, মুছলমান ছাহেবে - নেছাবের উপর জাকাত ফরজ হইবে।

পাগল, নাবালেগ অমুছলমানদিগের উপর জাকাত ফরজ নহে। যদি কেহ কয়েক বৎসর পাগল থাকিয়া সুস্থ হইয়া যায়, তবে জ্ঞান

লাভ করার সময় হইতে তাহার জাকাতের বৎসরের আরম্ভ ধরিতে হইবে।

শারাম্বালালিয়াতে আছে, যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসর পাগল অবস্থায় থাকে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে না। আর যে ব্যক্তি কখনো পাগল থাকে এবং কখনো চৈতন্য লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। এমাম আজমের ছহিহ মত এই যে, বৎসরের প্রথম ও শেষে তাহার চৈতন্য লাভ হইলে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে।

এমাম আবু ইউছফ (রহঃ) বলিয়াছেন, বৎসরের অধিকাংশ সময় চৈতন্য অবস্থায় থাকিলে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে।

এমাম মোহম্মদ (রহঃ) বলিয়াছেন, বৎসরের কোন একাংশে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে।

বাহরোর - রায়েকে আছে, যে ব্যক্তি কোন পীড়া বশতঃ বেহুশ অবস্থায় থাকে, সে ব্যক্তির উপর সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় জাকাত ফরজ হইবে।

যাহার বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা পাগলের ন্যায় হইবে। -শাঃ, ২ - ৪ ও তাঃ, ১ - ৩৮৯।

জাকাতের উপযুক্ত জিনিষ এক বৎসর কাল কাহারও মেলকে থাকিলে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে, ইহার কমে জাকাত ফরজ হইবে না।

যদি বৎসরের প্রথমে এবং শেষে কাহারও নেছাব পরিমাণ অর্থ থাকে, কিন্তু ইহার মধ্য ভাগে নেছাব অপেক্ষা কম হইয়া যায়, তবে তাহার পর জাকাত ফরজ হইবে। আর যদি বৎসরের মধ্যভাগে সমস্ত অর্থ নষ্ট হইয়া যায়, তবে বৎসরের প্রথম হইতে জাকাত ফরজ হইবে না, বরং যে তারিখ হইতে দ্বিতীয়বার নেছাব পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়, সেই তারিখ হইতে বৎসরের প্রথম ধরিতে হইবে। -শাঃ, ২ - ৩৬

ও তাঃ, ১-৪০৯।

প্রঃ - কোন কোন জিনিষে জাকাত ফরজ হইবে না ?

উঃ - দরকারী বস্তুগুলিতে জাকাত ফরজ হইবে না, শীত - গ্রীষ্ম নিবারণ কল্পে যে কাপড় ব্যবহার করা হয়, বাস - গৃহগুলি, গৃহের আছবাব - পত্র, ছওয়ারির চতুষ্পদগুলি, খেদমতের গোলাম, বাঁদি, যুদ্ধের ঘোড়া, অস্ত্র -শস্ত্র, দোকান ও জমিনে জাকাত ফরজ হইবে না। পাঠ্য কেতাবগুলি জাকাত পরিমাণ হইল্যে উহাতে জাকাত ফরজ বহইবেনা - উহা যে ফন্নের (বিষয়ের) কেতাব হউক না কেন, উক্ত কেতাবগুলির মালিক তৎসমুদয়ের পাঠ করার উপযুক্ত হইক, আর না হউক।

অবশ্য এতটুকু প্রভেদ আছে, যদি উপযুক্ত আলেমের নিকট এক এক নোখছা ফেকহ, হাদিছও তফছির থাকে, আর উহার উল্য নেছাব পরিমাণ হয়, তবে তিনি জাকাত গ্রহণ করিতে পারিবেন। আর যদি তাঁহার নিকট এক এক নোছখা কোর - আন শরিফ, অছুলে - ফেকহ, বিশুদ্ধ আকায়েদের কেতাব, নহু ও চরিত্রগঠন সংক্রান্ত কেতাব নেছাব পরিমাণ থাকে, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহন করা জায়েজ হইবে। আর যদি তাঁহর নিকট হাকিমি, (চিকিৎসা বিদ্যা), জ্যোতিষ, স্বপ্ন বৃত্তান্ত (তাবির) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস ইত্যাদি সংক্রান্ত কেতাব নেছাব পরিমাম থাকে, কিম্বা, কোর -আন, হাদিছ, তফছির, ফেকহ, অছুলেফেকহ, নহু, আকায়েদ ও চরিত্রগঠন সংক্রান্ত কেতাব এক নোছখার অধিক থাকে এবং উক্ত অতিরিক্ত নোছখাগুলি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। আর যদি কোন অশিক্ষিত লোকের নিকট উপরোক্ত কেতাবগুলি নেছাব পরিমাণ থাকে, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে ন।

যদি কোন আলেমের নিকট এক এক নোছখা কোর-আন হাদিছ, তফছির, ফেকহ, অছুলে - ফেকহ, নহু আকায়েদের কেতাব সকল নেছাব পরিমাণ মূল্যের থাকে, কিন্তু, তিনি উক্ত কেতাবগুলি পাঠ করেন না কিম্বা কাহাকেও শিক্ষা দেন না, কাজেই উক্ত কেতাবগুলি তাঁহার পক্ষে দরকারী নহে, এক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

যদি কোন কোর-আনের হাফেজের নিকট নেছাব পরিমাণ মূল্যের একখানা কোর-আন শরিফ থাকে এবং তাঁহার উহা পাঠ করার আবশ্যক না হয়, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

যদি কোন চিকিৎসকের নিকট এক এক নোছখা করিয়া হাকিমি কেতাব নেছাব পরিমান মূল্যের থাকে, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন লোকের নিকট নেছাব পরিমাণ কেতাব থাকে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে।

কৃষকদিগের লাঙ্গল, শ্রমিকদিগের কুঠার, কোদাল, কর্মকারদিগের অস্ত্র, করাতিদিগের করাত রজকদিগের সাবান ইত্যাদিতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু রং করদের জাফরান, কুশুম ইত্যাদি রঙ এবং চর্ম পরিষ্কার দিগের তৈল ও মসল্লায় নেছাব পরিমাণ হইলে, জাকাত ফরজ হইবে। শাঃ, ২।৭৯।

প্রঃ — নৌকার জাকাত ফরজ হইবে কি না?

উঃ — যাহারা নৌকাযোগে কোন ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহাদের নৌকার জাকাত দিতে হইবে না। অবশ্য যাহারা বিক্রয় করা উদ্দেশ্যে নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাদের নৌকার জাকাত দেওয়া ফরজ হইবে।

এইরূপ জমিতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু যদি বিক্রয় করা

উদ্দেশ্যে জমি খরিদ করে এবং ক্রেতা উপস্থিত হইলে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে তবে উক্ত জমিতে জাকাত ফরজ হইবে।

প্রঃ — দেনদারের উপর জাকাত হইবে কি না।?

উঃ — যে পরিমাণ দেনা লোকের পক্ষ হইতে তাগাদা করা হইয়া থাকে, সেই পরিমান জাকাতের অর্থে জাকাত ফরজ হইবে না, অবশিষ্টাংশে জাকাত ফরজ হইবে।

যদি কেহ দুই শত দেরহামের মালিক হয় এবং এক বৎসর অতীত হওয়ার পরে তাহার উপর ৫ দেরহাম জাকাত ফরজ হয়, কিন্তু সে এই বৎসরের জাকাত আদায় করিল না, দ্বিতীয় বৎসর গত হইয়া যায়, তবে এই ব্যক্তির উপর দ্বিতীয় বৎসরের জাকাত ফরজ হইবে না, কেননা প্রথম বৎসরের ৫ টাকা জাকাতের দেনা বাদ দিলে ১৯৫ দেরহাম হয়, ইহা নেছাব অপেক্ষা কম।

যদি কোন ব্যক্তি ২০০ দেরহামের মালিক হয়, এবং এক বৎসরের পরে জাকাত না দিয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে তাহার উপর ৫ টাকা জাকাত ফরজ থাকিয়া যাইবে। তৎপরে যদি সে আরও ২০০ দেরহাম সংগ্রহ করে এবং এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহার উপর এই দ্বিতীয় বৎসরের টাকায় জাকাত ফরজ হইবে না, যেহেতু তাহার উপর ৫ টাকা জাকাতের দেনা বাকি ছিল, কাজেই দ্বিতীয় বৎসরের সে প্রকৃত পক্ষে দেনা বাদ ১৯৫ দেরহামের মালিক হইয়াছিল, আর ইহাতে জাকাত ফরজ হয় না। যদি প্রথম বৎসরের দইুশত দেরহাম মালিকের অনিচ্ছায় দৈব কারণে নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার উপর উক্ত টাকার জাকাত ফরজ হয় না, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৎসরের দুই শত দেরহামে তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে।

লোকদের পক্ষ হইতে যে পরিমাণ টাকার দেনা তাগাদা করা হয়, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহাতে বুঝা যায় যে, লোকের উহা

মানসা, কাফফারা ও হজ্জ আদায় বাবদ যে পরিমাণ টাকা দেনা থাকে, উহাতে জাকাত ফরজ হওয়ার বিঘ্ন - জনক হইবে না, মনে মনে ভাবুন একজন লোক দুই দেরহামের মালিক হয়, আর সে তন্মধ্য হইতে এক শত দেরম ছদকা করার মানসা করিয়া থাকে, এক বৎসর আড়াই দেরঁম বাদে ৯৭।। দেরম মানসার জন্য ছদকা করা ওয়াজেঁব হইবে। আর যদি সে মানশার নিয়তে একশত দেরম দান করিয়া থাকে, তবে তন্মধ্য হইতে আড়াই দেরহাম জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

আর যদি সে কোন অনির্দ্দিষ্ট এক শত দেরহাম ছদকা দেওয়ার মানসা করিয়া থাকে, এবং উক্ত দুই শত দেরহামের মধ্য হইতে এক শত দরম মানসা উদ্দেশ্যে ছদকা দিয়া থাকে, তবে আড়াই দেরহাম জাকাত আদায় হইয়া যাইবে এবং আড়াই দেরম মানসা জন্য ছদকা করা তাহার উপর ওয়াজেব থাকিবে। ইহা মে'রাজ কেতাবে জামে হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বাহারোর - রায়েকে আছে, ছদকায় ফেতরা, কোরবাণি ও হজ্জে তামাত্তোর ছাগল কোরবাণি বাবদ যে পরিমাণ টাকার দেনা তাহার উপর থাকে, উহাতে জাকাত ফরজ হওয়ার প্রতিবন্ধক হইবে না। ছাহাবাগণের সময়ে চতুস্পদ ও টাকার জাকাত খলিফার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া বয়তুল - মাল ফণ্ডে স্থাপন করা হইত, হজরত ওসমান (রাঃ) - এর খেলাফত কালে টাকা কড়ির আধিক্য হইলে, অত্যাচারিদিগের অত্যাচার নিবারণ কল্পে টাকা কড়ির জাকাত আদায়ের ভার মালিকদিগের উপর অর্পণ করা হয়, ইহার উপর ছাহাবাগণের এজমা হইয়াছিল, এক্ষেত্রে মালিকগণ খলি ফার পক্ষ হইতে উকিল স্থিরীকৃত হইয়াছেন। এই হেতু হানাফি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি ইহা অবগত হওয়া যায় যে, কোন শহরের অধিবাসী গণ, স্বর্ণ রৌপ্যের জাকাত প্রদান করিয়া থাকে না, তবে খলিফা তাহাদের নিকট হইতে

উহা আদায় করিয়া লইতে পারেন।—

তাঃ, ১-৩৭০ ও শাঃ, ২-৫-৬।

খাজনার টাকা বাকি থাকিলে, সেই পরিমাণ টাকায় জাকাত ফরজ হইবে না।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মহাজনদিগের যে পরিমাণ টাকার দেনদার হয়, সেই পরিমাণ টাকায় জাকাত ফরজ হইবে না।

যদি স্ত্রীদিগের খোরাক কাজীর দ্বারা কিম্বা স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষের চুক্তিতে নির্দ্দিষ্ট হারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তবে স্বামীর এই দেনা পরিশোধ করা জরুরি হইবে এবং এই দেনার পরিমাণ টাকাতে জাকাত ফরজ হইবে না। আর যদি উক্ত দুই প্রকারে তাহাদের খোরাক নির্দ্দিষ্ট হারে স্থিরীকৃত না হইয়া থাকে, তবে স্বামীর পক্ষে খোরাকের বাবদ টাকা দেওয়া জরুরি হইবে না এবং এই কল্পিত দেনার টাকাতে জাকাত ফরজ হইবে। স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়গণের খোরপোশের ব্যবস্থা এই যে, যদি কাজি ইহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আর উহা এক মাসের কম হইয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তির পক্ষে খোরপোশের জন্য দেনা সাব্যস্ত হইবে, এইরূপ যদি কাজি ইহাদিগকে কর্জ্জ লইতে আদেশ করিয়া থাকেন, তবে এই ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কর্জ্জের টাকা দেনা হইবে। উক্ত দেনা পরিমাণ টাকার জাকাত ফরজ হইবে না।

যদি কাজি তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট খোরপোশের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু এক মাস কিম্বা তদোধিক কাল উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তির পক্ষে খোরপোশের জন্য দেনা সাব্যস্ত হইবে না। এবং উক্ত পরিমাণ টাকাতে জাকাত ফরজ হইবে। শাঃ, ২-৭৪৪

আলমগিরিতে জওয়াহেরে নাইয়েরা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে যদি জাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বে খোরপোশ বাবদ দেনা সাব্যস্ত হইয়া থাকে, তবে এই ব্যবস্থা হইবে, আর জাকাত ফরজ হওয়ার পরে

এই দেনা সাব্যস্ত হইলে, ইহা জাকাতের প্রতিবন্ধক হইবে না। — আঃ, ১ - ১৮৪।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য বিষয় যে, স্ত্রীলোকের মোহরের টাকা জাকাতের প্রতিবন্ধক দেনা বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না?

যে মোহর স্ত্রী তলব মাত্র দিতে হয়, উহা জাকাতে প্রতিবন্ধক দেনা বলিয়া পরিগণিত হইবে, এই পরিমাণ টাকার জাকাত ফরজ হইবে না।

আর যে মোহর পরিশোধের কাল তালাক কিম্বা মৃত্যু কাল পর্যন্ত নির্দ্ধারিত থাকে এইরূপ মোহর জাকাতের প্রতিবন্ধক দেনা বলিয়া গণ্য হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আলমগিরিতে মুহিতে - ছারাখছি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উক্ত দেনা জাকাতের প্রতিবন্ধক হইবে এবং ইহা জাহেরে - মজহাব অনুযায়ী ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

বজদবি জামে কবিরের টীকায় লিখিয়াছেন যে, আমাদের প্রাচীন বিদ্বানগন বলিয়াছেন, যদি স্বামী এই প্রকার মোহর পরিশোধ করার দৃঢ় সঙ্কল্প (নিয়ত) না করে, তবে ইহা জাকাতের প্রতিবন্ধক হইবে না, জাওয়াহেরোল - ফাতাওয়াতে ইহাকে উৎকৃষ্ট মত বলা হইয়াছে। আর যদি উহা পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্প করে, তবে ঐ পরিমান টাকার জাকাত ফরজ হইবেনা, ইহা বাহরোর - রায়কে গায়াতোল - বায়ান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শামিতে জাওয়াহেরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ছহিহ মতে এইরূপ মোহর জাকাতের প্রতিবন্ধক হইবে না। — শাঃ ২৬, আঃ ১ - ১৮৬, বাঃ, ২ - ২০৪।

যদি একজনের বাণিজ্য উদ্দেশ্যে খরিদ করা একটি দাস থাকে তার দাসটি দেনাদার হয়, তবে উক্ত দাসের জাকাত দিতে হইলে, তাহার দেনা পরিমাণ মূল্য বাদ দিয়া অবশিষ্ট মূল্যে জাকাত দিতে হইবে।

যদি কেহ কোন দেনাদারের সহস্র টাকা দেনার জামিন হইয়া থাকে, আর দেনাদার ও জামিন উভয়ের সহস্র সহস্র টাকা থাকে, তবে কাহারও উপর জাকাত হইবে না। আঃ, ১ - ৮৪।

এক ব্যক্তির সহস্র টাকা আছে, আর তাহার সহস্র টাকা দেনা থাকে, আর তাহার ভিটা-বাড়ী ও খেদমতের গোলাম, দশ সহস্র টাকা থাকে, তবে তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে না, যেহেতু ভিটাবাটি ও খেদমতের গোলামে জাকাত ফরজ নহে, তাহার পক্ষে জাকাতের টাকা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। ইহা এমাম ছারাখছি মবছুতের টিকায় আছে। আঃ, ঐ।

প্রঃ — যে টাকা হারাইয়া গিয়ছিল, তৎপরে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেলে, উহা পাওয়া যায়, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে কিনা?

উঃ — যে কয়েক বৎসর উহা হারাইয়া গিয়াছিল, সেই কয়েক বৎসর উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু উহা পাওয়া গেলে নূতন বৎসর ধরিয়া বৎসরের শেষে উহার জাকাত দিতে হইবে।

প্রঃ — যে টাকা নদী কিম্বা সমুদ্রে পড়িয়া যায়, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ — উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু যদি উহা পাওয়া যায়, তবে নূতন হিসাব ধরিতে হইবে।

প্রঃ — যে টাকা কোন স্থানে পুতিয়া রাখিয়া উহার স্থান ভূলিয়া যায়, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ — যদি কেহ ময়দানে পুতিয়া রাখে উহার স্থান ভুলিয়া যায়, তবে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, আর যদি কয়েক বৎসর পরে উক্ত স্থান স্মরণে আসিয়া যায়, এবং উক্ত টাকা হস্তগত হয়, তবে নূতন বৎসর ধরিয়া জাকাত দিতে হইবে। যদি নিজের বাটী কিম্বা অন্যের বাটী এইরূপ কোন সুরক্ষিত স্থানে উহা পুতিয়া রাখিয়া উহার স্থান ভুলিয়া যায়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, কিন্তু যদি বৃহত বাটি

হয়, তবে উহা ময়দানের তুল্য হইবে এবং উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, আর যদি কয়েক বৎসর পরে উক্ত স্থান স্মরণে আসিয়া যায়, এবং উক্ত টাকা হস্তগত হয়, তবে নূতন বৎসর ধরিয়া জাকাত দিতে হইবে। যদি নিজের বাটী কিম্বা অন্যের বাটী এইরূপ কোন সুরক্ষিত স্থানে উহা পুতিয়া রাখিয়া উঁহার স্থান ভুলিয়া যায়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, কিন্তু যদি বৃহত বাটি হয়, তবে উহা ময়দানের তুল্য হইবে এবং উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা বারজান্দি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যদি নিজের কৃষিক্ষেত্র কিম্বা খোর্মা বাগানে উহা পুতিয়া রাখিয়া স্থান ভুলিয়া যায়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল উহাতে জাকাত ওয়াজেব বলিয়াছেন, কেননা নিজের জমির সমস্তই খনন করিলে উহা পাওয়া যাইতে পারে। অন্য দল বলিয়াছেন, উহা সুরক্ষিত স্থান নহে, কাজেই উহাতে ওয়াজেব হইবে না।

প্রঃ — যদি কেহ এক ব্যক্তির টাকা কাড়িয়া লইয়া যায়, তবে কি ব্যবস্থা হইবে?

উঃ — যদি উহার প্রমাণ না থাকে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, আর উহার প্রমাণ থাকিলে, জাকাত ফরজ হইবে, কিন্তু যদি ময়দানে বিচরণকারী চতুস্পদ কাড়িয়া লয়, তবে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি উহা স্বকীর করুক, আর নাই করুক, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না।

প্রঃ — যদি কোন লোকের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখা হয় এবং সেই গচ্ছিত গ্রহণকারী উহা পুতিয়া রাখিয়া উহার স্থান ভুলিয়া যায়, তবে কি হইবে।

উঃ — যদি সে মালিকের পরিচিত হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, আর সে অপরিচিত (বেগানা) হয়, তবে জাকাত ফরজ হইবে না।

প্রঃ — যে জাকাতের যোগ্য গোলাম পলায়ন করে, পরে পাওয়া যায়, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ — উহার পলায়নের কয়েক বৎসরের জাকাত ফরজ হইবে না।

প্রঃ— যে টাকা জরিমানা স্বরূপ গৃহীতা হইয়াছে, তৎপরে কয়েক বৎসর পরে উহা পাওয়া যায়, উহার ব্যবস্থা কি ?

উঃ — বিগত কয়েক বৎসরের জাকাত ফরজ হইবে না।

প্রঃ — যে টাকা অন্যকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে, ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ — যে কর্জ্জের টাকা দেনাদার অস্বীকার করে এবং উহার প্রমাণ না থাকে, অবশেষে কয়েক বৎসর পরে দেনাদার উহা লোকের নিকট স্বীকার করে তবে বিগত কয়েক বৎসরের জাকাত ফরজ হইবে কনা। ইহা তবইন কেতাবে আছে। কাজিখান বলেন, যদি তাহাকে কাজির নিকট হলফ পড়ান হইয়া থাকে, আর সে হলফ করিয়া অস্বীকার করে, তবে কউক্ত টাকার বিগত কয়েকবৎসরের জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু হলফের পূর্বে উহা স্বীকার করিলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, পক্ষান্তরে শামি প্রণেতা বলেন, তাহতাবি আবুছউদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে ইহাতে এমাম মোহাম্মদের মতে কোন অবস্তাতেই জাকাত ফরজ হইবে ইহাই ছহিহ মত।

আর যদি দেনাদার উহা অস্বীকার করে এবং উহার প্রমাণ থাকে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, এমাম মোহম্মদ বলেন, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না। বাকানি কাফি হইতে প্রথম মত ছহিহ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহা বিশ্বাস যোগ্য মত বলিয়াছেন, ফখরোল ইছলাম এই মতে সমর্থন করিয়াছেন। এই হেতু হেদায়া, গোরার ও মোলতাকাতে ইহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে,

তনবিরোল - অবছার প্রণেতা ইহার উপর চলিয়াছেন।

পক্ষান্তরে গায়াতোল - বায়ানে আছে যে, তোহফা কেতাবে দ্বিতীয় মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে, কাজিখানে আছে যে, ছারাখছি ইহা ছহিহ বলিয়াছেন।

যদি দেনাদার দেনা স্বীকার করে, তবে সে ধনী হউক, আর দরিদ্র হউক, উক্ত টাকা অদায় হইলে, বিগত কয়েক বৎসরের জাকাত ফরজ হইবে।

আর যদি দেনাদার কাজির পক্ষ হইতে নির্ধন (দেউলিয়া) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়া থাকে, তবে এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছফের মতে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, ইহা জামে' ছগির কেতাবে আছে।

যদি দেনাদার গোপনে দেনা স্বীকার করে এবং প্রকাশ্যে উহা অস্বীকার করে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।

যদি দেনাদার পলায়ন করে, আর মহাজন তাহাকে নিজে চেষ্টা করিতে কিম্বা লোক পাঠাইয়া চেষ্টা করিতে পারে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, আর ইহাতে অক্ষম হইলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা মুহিতে - ছারাখছিতে আছে।

প্রঃ — দেনা কয় প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের ব্যবস্থা কি?

উঃ — সবল, মধ্যম ও দুর্বল এই তিন প্রকার দেনা হইয়া থাকে, কর্জ্জের টাকা ও বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময়, ইহাকে সবল দেনা বলা হয়। মৃত্যুর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ, অছিএত, মোহর, খোলা তালাকের টাকা, ইহা দুর্ব্বল দেনা।

ব্যবহার্য গোলাম, বাসগৃহ ও পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য, ইহা মধ্যম দেনা।

সবল দেনায় বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, জাকাত ফরজ হইবে, ৪০

দেরহাম আদায় হইলে, বিগত বৎসরের জাকাত দিতে হইবে।

মধ্যম দেনায় ২০০ দেরহাম আদায় হইলে, বিগত কয়েক বৎসরের জাকাত দিতে হইবে, ইহা ছহিহ রেওয়াএত।

দুর্ব্বল দেনায় ২০০ দেরহাম আদায় হইলে, এক বৎসর পরে জাকাত ওয়াজেব হইবে। আঃ, ১।১৮৫।১৮৬, শাঃ, ২।১০, বাঃ ২।২০৭।

প্রঃ — যদি কেহ বৎসরের মধ্যভাগে বাণিজ্য দ্রব্য কিম্বা স্বর্ণ রৌপ্যকে সমশ্রেণী কিম্বা অন্য শ্রেণীর জিনিষ দ্বারা পরিবর্ত্তন করে, তবে কি হইবে?

উঃ — হাঁ, ইহাতে বৎসরের হিসাব ঠিক থাকিবে এবং উহাতে জাকাত ফরজ হইবে।

প্রঃ — যদি ময়দানে বিচরণকারী পশুকে উহার সমশ্রেণী কিম্বা অন্য শ্রেণীর পশুর সহিত পরিবর্ত্তন করে তবে কি হইবে?

উঃ — এক্ষেত্রে বৎসরের হিসাব বাতীল হইয়া যাইবে এবং সেই দিবস হইতে বৎসরের প্রথম তারিখ ধরিতে হইবে। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে।

(মছলা) যদি কাহারও খোরাকী জমি থাকে, আর সে উহার খাজনা পরিশোধ করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে, তবে উক্ত টাকা নেছাবের সহিত যোগ করিতে হইবে। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যদি কেহ টাকার জাকাত দিয়া উহা দ্বারা ময়দানে বিচরনকারী চতুষ্পদ খরিদ করে, আর তাহার নিকট উক্ত শ্রেণীর জাকাতের যোগ্য নেছাব পরিমাণ অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু থাকে, তবে বর্ত্তমান সনে জাকাতের হিসাবে প্রথমোক্ত পশুগুলিকে শেষোক্ত পশুগুলির সহিত যোগ করিতে হইবে না। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলিয়াছেন।

যদি কাহারও নেছাব পরিমান টাকাকড়ি থাকে, আর বৎসরের মধ্য ভাগে অন্য টাকাকড়ি হেবা, ওয়ারেছি, অছিএত সূত্রের হউক বা অন্য কোন সূত্রে হউক প্রাপ্ত হয়, তবে উহা মূল টাকার সহিত যোগ দেওয়ায় জাকাত দিতে হইবে। এইরূপ যাহার নেছাব পরিমাণ চতুষ্পদ থাকে এবং বৎসরের কোন এক অংশে সেই শ্রেণীর চতুষ্পদ অর্জ্জন করে, তবে শেষোক্ত পশুগুলি প্রথম পশুগুলির সহিত যোগ করিয়া জাকাত দিতে হইবে। আর যদি কাহারও স্বর্ণ রৌপ্য থাকে, কিন্তু বৎসরের কোন একাংসে চতুষ্পদ অর্জন করে, কিম্বা তাহার ছাগল থাকে এবং সে বৎসরের কোন একাংশে গরু অর্জ্জন করে, তবে বৎসরের শেষে শেষোক্ত পশুগুলি প্রথম নেছাবের সহিত যোগ করিতে হইবে না, ইহা জওহেরা - নাইয়েরা কেতাবে আছে।

যদি বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পরে কোন প্রকার জাকাতের যোগ্য বস্তু অর্জন করে, তবে ইহা বিগত বৎসরের নেছাবের সহিত যোগ করিতে হইবে না, বরং অগ্রিম বৎসরের সহিত উহার হিশাব করিতে হইবে। যদি বৎসরের প্রথম ভাগে নেছাবের কম টাকাকড়ি কিম্বা চতুষ্পদ উপার্জ্জন করে, আর উহা পূর্ণ নেছাব হইয়া পড়ে তবে ইহাতে জাকাত ফরজ হইবে না বরং পূর্ণ নেছাব হওয়ার তারিখ হইতে বৎসরের প্রথম ধরিতে হইবে, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যদি কাহারও ময়দানে বিচরণকারী চতুষ্পদ নেছাব পরিমাণ থাকে এবং বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে উহার জাকাত দিয়া থাকে, তৎপরে উহা টাকাকড়ির বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলে, আর তাহার টাকাকড়ির দ্বিতীয় নেছাব থাকে এবং উহাতে পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে এমাম আজমের মতে চতুষ্পদ বিক্রীত টাকাগুলি উক্ত টাকার নেছাবের সহিত যোগ করিতে হইবে না বরং উহাতে জাকাত দিতে হইবে না, বরং অগ্রিম বৎসরের সহিত উহার হিসাব যোগ করিতে

হইবে। তাহার শিষ্যদ্বয় বলেন, উহা টাকার নেছাবের সহিত যোগ করিয়া উহার জাকাত দিতে হইবে।

যদি চতুষ্পদ বিক্রীত টাকাগুলি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে এইরূপ মতভেদ হইয়াছে, আর যদি উহা নেছাব অপেক্ষা কম হয়, তবে উহাতে কাহারও মতে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা জওহেরা - নাইয়েরা কেতাবে আছে।

যে শস্যের এক দশমাংশ ছুলতানকে দেওয়ার পরে বিক্রয় করা হয় এবং যে গোলামের ছদকার ফেৎরা প্রদান করার পরে বিক্রয় করা হয়, উভয় টাকার মূল্য নেছাবের সহিত যোগ করিয়া জাকাত দিবে।

যদি কেহ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে চতুষ্পদ গুলি টাকাকড়ির বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলে, কিম্বা চতুষ্পদ পশুগুলি অন্য চতুষ্পদ গুলির বিনিময়ে বিক্রয় করে, তবে টাকাগুলি মূল নেছাবের টাকার সহিত কিম্বা শেষোক্ত পশুগুলি মূল নেছাবের পশুগুলির সহিত যোগ করিয়া জাকাত প্রদান করিবে।

যে পশুগুলি ময়দানে বিচরণকারী ছিল, তৎসমুদয়ের জাকাত দেওয়ার পরে তৎসমুদয়ের ময়দানে বিচরণ করা রহিত করিয়া দেয় এবং গৃহে তৎসমস্তের খোরাক সংগ্রহ করিয়া দিতে থাকে, তৎপরে তৎসমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলে, তবে এই বিক্রীত টাকা সমস্ত এমামের মতে মূল নেছাবের সহিত যোগ করিয়া উহার জাকাত দিতে হইবে, ইহা ছেরাজ - অহ্হাজ কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি হেবা সুত্রে কাহারও নিকট হইতে এক সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইল, এই প্রাপ্ত টাকাগুলি তাহার হস্তে এক বৎসরের কম থাকিল, এমতাবস্থায় সে দ্বিতীয় এক সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিল, তৎপরে বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে দানকারী ব্যক্তি উক্ত দান করা সহস্র টাকা কাজির বিচারে ফেরত লইল, এক্ষেত্রে শেষ উপার্জ্জিত সহস্রে বিগত

বৎসরের জাকাত ফরজ হইবে না, অবশ্য যে দিবস এই সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল, সেই দিবস হইতে বৎসরের প্রথম তারিখ ধরিয়া অগ্রিম বৎসরে জাকাত দিবে।

এক ব্যক্তির নিকট এক দিবস কম ৩ বৎসর দুই শত দেরহাম ছিল, পূর্ণ তিন বৎসর হইলে আরও ৫ দেরহাম উপার্জ্জন করলি, এক্ষেত্রে প্রথম বৎসরের জন্য ৫ দেরহাম জাকাত দিবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে জাকাত ৫ টাকা দেনা বাদ দিলে নেছাব পূর্ণ হয় না, কাজেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা মুহিতে - ছারাখছিতে আছে।

এক ব্যক্তির ২০০ দেরহাম মূল্যের মেষপাল ছিল, বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তৎসমুদয় মরিয়া গেল, তৎপরে সে তৎসমুদয়ের চর্ম খুলিয়া লইয়া দাবাগত করিয়া লইল, উহার চর্মের মূল্য নেছাব পরিমাণ হইল, তৎপরে বৎসর হইল, এক্ষেত্রে এই চর্মের উপর জাকাত ফরজ হইবে।

যদি কোন লোকের বাণিজ্যের আঙ্গুরের রস বৎসরের পূর্বে মদ হইয়া যায়, ততপরে উহা সিরকা হইয়া যায়, অবশেষে বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, তবে ইহার উপর জাকাত ফরজ হইবে না। — শাঃ, ২ - ৩৬, আঃ, ১ - ১৮৬ - ১৮৭, বাঃ, ২ - ২২২ - ২২৩।

প্রঃ — জাকাতের নিয়তের ব্যবস্থা কি?

উঃ — জাকাতের নিয়ত ফরজ, যখন দরিদ্রকে জাকাত প্রদান করিবে, তখন জাকাতের নিয়ত করিবে। আর যে পরিমাণ জাকাত ফরজ হইয়াছে, সেই পরিমাণ টাকা জাকাতের নিয়তে বাহির করিয়া রাখিবে, এক্ষেত্রে দরিদ্রদিগকে অল্প অল্প পরিমাণ জাকাত দেওয়া কালে নিয়ত করার দরকার হইবে না।

তাতার ও জখিরা কেতাবে আছে, এমাম মোহম্মদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে ব্যক্তি বলিল, আমি পূর্ণ বৎসরে যে জাকাত প্রদান

করিব, আমি এক্ষণে উহার নিয়ত করিয়া লইলাম, কিন্তু উক্ত টাকাগুলি পৃথক করিবার কিম্বা দরিদ্রদিগকে দিবার সময় নিয়ত না করে, তবে ইহাতে জাকাত আদায় হইবে কিনা?

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, হাঁ, জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে কাজিখাঁন ও তবইন কেতাবে আছে, এমাম মোহম্মদ উত্তরে বলিয়াছেন যে, উহাতে জাকাত আদায় হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জাকাত প্রদান করা কালে নিয়ত করাই আবশ্যক।

যদি কেহ বিনা নিয়তে কোন দরিদ্রকে কিছুদান করে, ততপরে জাকাতের নিয়ত করে, এক্ষেত্রে যদি উহা ফকিরের হস্তে (নিকটে) থাকে, তবে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে, আর যদি দরিদ্র উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে জাকাত আদায় হইবে না।

যদি কেহ কোন লোককে জাকাত প্রদান করিতে উকিল স্থির করে এবং তাহার নিকট উহা প্রদান কালে জাকাতের নিয়ত করে, কিন্তু উকিল উহা দরিদ্রকে প্রদান কালে নিয়ত না করে, তবে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

যদি কেহ কোন দারোল - ইছলামের আশ্রিত কাফেরকে উহার উকিল করিয়া দেয়, তবে জাকাত প্রদাতার নিয়ত করার জন্য উক্ত জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

যদি কেহ কোন উকিল নিযুক্ত করিয়া বলে যে, এই টাকাগুলি নফল ছদকা করিয়া দিবে, কিম্বা আমার কাফ্ফারার জন্য দান করিবে, তৎপরে সে উহাতে জাকাতের নিয়ত করিয়া লয়, এক্ষেত্রে যদি উকিল উহা দরিদ্রকে দান করিয়া না থাকে, তবে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে, আর যদি উহা দরিদ্রকে প্রদান করার পরে মালিক জাকাতের নিয়ত করে, তবে জাকাত আদায় হইবে না।

যদি কেহ অন্য লোকের পক্ষ হইতে তাহার বিনা অনুমতিতে জাকাত

দেয়, তবে এই জাকাত জায়েজ হইবে না।

যদি উকিল নিজের দরিদ্র বালেগ পুত্র কিম্বা দরিদ্রা স্ত্রীকে উক্ত জাকাতের টাকা প্রদান করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, আর যদি তাহার পুত্র নাবালেগ হয়, তবে উকিলের দরিদ্র হওয়া জরুরি, কেননা পিতা ধনী হইলে, পুত্র ধনী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, ইহা তাহতাবী বলিয়াছেন।

যদি জাকাত প্রদানকারী কোন নির্দ্দিষ্ট লোককে জাকাত দিতে তাহাকে উকিল না করিয়া থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। যদি সে কোন নির্দ্দিষ্ট লোককে জাকাত দিতে হুকুম দিয়া থাকে, তবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে উক্ত জাকাত দিলে, জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। বাহরোর - রায়েকে উহা জায়েজ হওয়ার মত লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আল্লামা শামী উহা নাজায়েজ হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। উকিল উক্ত জাকাতের টাকা নিজে গ্রহণ করিলে, জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি জাকাত প্রদানকারী বলিয়া থাকে যে, তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয় প্রদান করিতে পার, তবে দরিদ্র উকিল নিজে উহা গ্রহণ করিতে পারে। ইহা অলওয়াজিয়া কেতাবে আছে।

যদি উকিল উক্ত টাকা বিতরণ করিতে অন্য লোককে উকিল করিয়া দেয় এবং ইহাতে মূল মালিকের অনুমতি না থাকে, তবে ইহা জায়েজ হইবে। বাহরোর - রায়েকে কাজিখান হইতে ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যদি দুইজন লোক একজন লোককে নিজ নিজ জাকাতের টাকা বিতরণ উদ্দেশ্যে উকিল স্থির করে, আর উকিল উভয়ের টাকা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ফেলে, তবে এমাম আজম ছাহেবের মতে উক্ত টাকাগুলি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিলেও উক্ত মোত্তাক্কেলদ্বয়ের জাকাত আদায়

হইবে না, বরং উকিলের নিজের নফল ছদকা হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে উকিল উক্ত টাকাগুলির দায়ী হইবে, কিন্তু যদি উক্ত টাকাগুলি দরিদ্রকে প্রদান করার পূর্বে মালিকদ্বয় উকিলকে টাকাগুলি মিশ্রিত করার অনুমতি দিয়া থাকে, কিম্বা মিশ্রিত করার অনুমতি দেশের প্রথা হইয়া থাকে, অথবা দরিদ্রেরা উক্ত উকিলকে জাকাত ছদকার টাকা আদায় করিতে নিজেদের উকিল নিযুক্ত করিয়া থাকে, তবে মোয়াক্কেলদিগের জাকাত আদায় হইয়া যাইবে। শাঃ, ২ - ১২, বাঃ, ২ - ২১০ - ২১১।

যদি কেহ জাকাতের ৫ টি টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া থাকে, তৎপরে উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইবে না। এবং মালিক মরিয়া গেলে, উহা উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব হইবে, আর যদি খলিফার পক্ষ হইতে নিয়োজিত জাকাতের তহশিলদার উক্ত ৫ টি টাকা লইয়া থাকে এবং তাহার হস্ত হইতে নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে, ইহা বাহরোর - রায়েকে, ও মুহিত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যদি কোন ধনী জাকাত প্রদান না করে, তবে দরিদ্রের পক্ষে উহা তলব করা কিম্বা বিনা অনুমতিতে তাহার অর্থ আত্মসাৎ করা জায়েজ হইবে না।

যদি কোন দরিদ্র ধনীর বিনা অনুমতিতে উহা গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে যদি সেই অর্থ স্থায়ী থাকে, তবে সে উহা তাহার নিকট ফেরৎ লইতে পারে, আর যদি উহা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে উহার বিনিময় লইতে পারে।

যদি মালিকের আত্মীয় কিম্বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দরিদ্র অপেক্ষা সমধিক অভাবগ্রস্ত কেহ না থাকে, তবে তাহার পক্ষে উক্ত মালিকের অর্থ তাহার বিনা অনুমতি গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না, যদি এইরূপ আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তবে শরিয়তের কাজির বিচারে সে উহার

বিনিময়ে প্রদান করিবে, কিন্তু আল্লাহতায়ালার নিকট আশা করা যায় যে, তাহার উহা গ্রহণ করা হালাল হইতে পারে, ইহা কাজিখানে আছে।

যাহার উপর জাকাত ফরজ আছে, সে মরিয়া গেলে, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে জাকাত গ্রহণ করা হইবে না, কিন্তু যদি জাকাত দেওয়ার অছিঅত করিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে জাকাত আদায় করিয়া দেওয়া হইবে, অথবা যদি তাহার উত্তরাধিকারিগণ উহা হইতে অনুগ্রহ বশতঃ প্রদান করে, তবে জায়েজ হইবে।

যদি কেহ জাকাত দিতে না চাহে, তবে নিয়োজিত জাকাত আদায়কারী জবরদস্তি করিয়া তাহার নিকট হইতে জাকাত আদায় করিয়া লইবে না, যদি ঐরূপভাবে জাকাত আদায় করিয়া লয়, তবে উহাতে তাহার জাকাত আদায় হইবে না, কিন্তু তাহাকে এই উদ্দেশ্যে বন্দী করিবে যে, যেন সে নিজে উহা আদায় করিয়া দেয়।

যদি অত্যাচারী সুলতান চতুস্পদ পশুগুলির জাকাত, 'ওশোর' ও খাজনা লইয়া উপযুক্ত স্থলে ব্যয় করে, তবে মালিকদিগকে দ্বিতীয়বার উহা আদায় করিতে হইবে না, আর যদি উপযুক্ত স্থলে ব্যয় না করে, তবে আল্লাহতায়ালার নিকট নিশ্চিত রূপে নিষ্কৃতি লাভের জন্য খাজনা ব্যতীত অবশিষ্টগুলি পুনরায় আদায় করা জরুরি।

আর যদি স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা বাণিজ্য সামগ্রীর জাকাত আদায় করিয়া লয়, তবে ইহাতে জাকাত আদায় হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মবছুত কেতাবে আছে, যদি মালিক ছদকার নিয়তে উহা প্রদান করিয়া থাকে, তবে সমধিক ছহিহ মতে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে। মোখতারাতোন্না ওয়াজেন ও ফৎহোল কদিরে ইহা ফৎওয়া -গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে অল - ওয়ালজিয়া, শরহে - অহবানিয়া ও তজনিছ

কেতাবে আছে যে, উহাতে জাকাত আদায় না হওয়াই ফৎওয়া - গ্রাহ্য মত।

আল্লামা শামী বলিয়াছেন, জায়েজ না হওয়া এহতিয়াত। — শাঃ, ২ - ২৬ - ২৭

যদি কেহ নিজের সমস্ত অর্থ নফল নিয়তে কিম্বা বিনা নিয়তে ছদকা করিয়া দেয়, তবে তাহার জাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে।

আর যদি সমস্ত অর্থ মানসা কিম্বা অন্য ওয়াজেব আদায় করার নিয়তে দান করে, তবে মানসা বা ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু জাকাতের দায়ী থাকিয়া যাইবে।

যদি সে ব্যক্তি কতক অর্থ দান করিয়া থাকে, তবে দান করা অংশের জাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও উহার জাকাত মা'ফ না হওয়া এমাম আবু ইউছফের মত, মোলতাকা, কাজিখান, দোর্রোল - মোখতার ও হেদায়া কেতাবে এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে।

যদি কেহ কোন দরিদ্রকে কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে, আর সে ঋণগ্রস্তকে বলে যে, আমি তোমার নিকট ৫ টাকা পাইব, আর আমার উপর ৫ টাকা জাকাত ফরজ রহিয়াছে, আমি তোমার নিকট প্রাপ্য টাকাকে জাকাত স্থির করিলাম, তবে ইহাতে জাকাত আদায় হইবে না।

এইরূপ ক্ষেত্রে সে নিজের জাকাতের টাকা ঋনীকে প্রদান করিবে, তৎপরে সে নিজের প্রাপ্য টাকা বাবদ উহা তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিবে। যদি ঋনী উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করে, তবে সে হস্ত লম্বা করিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে। ইহাতে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

যদি কোন ধনী একজন দরিদ্রকে বলে যে, তুমি অমুক লোকের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লও, আমি তোমাকে

ইহা আমার জাকাত বাবদ প্রদান করিলাম, ইহাতে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

যদি কেহ কোন দরিদ্রকে কয়েকটি টাকা দান কিম্বা কর্জ্জ বলিয়া প্রদান করে, কিন্তু মনে মনে উহা জাকাত বলিয়া নিয়ত করে, তবে উহা জাকাত বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি উকিল মোয়াক্কেলের টাকা জাকাত স্বরূপ প্রদান না করিয়া নিজের টাকা হইতে উহা ফকিহকে প্রদান করে এবং নিয়ত করে যে, উহার বিনিময়ে মোয়াক্কেলের টাকা গ্রহণ করিবে এবং মোয়াক্কেলের টাকাগুলি স্থায়ী থাকে, তবে উহা জাকাত বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু যদি সে প্রথমে মোয়াক্কেলের টাকাগুলি নিজের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে উহা জাকাত বলিয়া গণ্য হইবে না।

যদি উকিল নিজের হারাম অর্থ হইতে উহা আদায় করিয়া দেন, তবে ইহা জাকাত বলিয়া গণ্য হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। বাহারোর-রায়েকে কেনইয়া হইতে উহা জায়েজ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

লেখক বলেন, মোয়াক্কেলের জাকাত আদায় হইতে পারে, কিন্তু উকিল হারাম অর্থ ব্যয় করার জন্য মহা গোনাহগার হইবে।

যদি কাহারও উপর জাকাত ও দেনা উভয় থাকে, কিন্তু তাহার অর্থদ্বারা একটি পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তবে দেনাদারের দেনা প্রথমে পরিশোধ করিবে, পরে খোদার দেনা জাকাত পরিশোধ কারার চেষ্টা থাকিবে। আঃ, ১।১৮১।১৮২, শাঃ, ২।১৮ ও বাঃ, ২।২১০।২১১।

প্রঃ — কোন কোন বস্তুতে জাকাত ফরজ হইবে?

উঃ — স্বর্ণ এবং রৌপ্যে জাকাত ফরজ হইবে, এইরূপ চতুস্পদ পশুর জাকাত ফরজ হইবে — যদি উহা ময়দানে চরাইবার নিয়ত করিয়া চরাইয়া থাকে, এইরূপ বাণিজ্যের সামগ্রীতে বাণিজ্যের নিয়ত

করিয়া বাণিজ্য করিলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, কিন্তু যদি কেহ চতুস্পদ পশু চরাইবার নিয়ত করিয়া উহা চরাইয়া না থাকে, কিম্বা বাণিজ্য -দ্রব্য বাণিজ্যের নিয়ত করিয়া বাণিজ্য না করে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা দোররোল - মোখতার, তাহতাবি ও বাহরোর - রায়েকে আছে।

বাণিজ্যের নিয়ত দুই প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম এই যে, উক্ত বস্তু ক্রয় করার সময় বাণিজ্য করার নিয়ত করে, দ্বিতীয় এই যে, কোন বস্তুকে বাণিজ্যের দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করে, কিম্বা বাণিজ্যের জন্য যে বাটি নির্দ্ধারিত ছিল, উহা কোন গোলাম কিম্বা এইরূপ কোন বস্তুর বিনিময়ে ইজারা দেয়। এই বস্তুগুলিতে স্পষ্টভাবে বাণিজ্য করার নিয়ত না করিলেও, উহা বাণিজ্য সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা দোররোল - মোখতারে আছে, কিন্তু বাহারোর - রায়েকে বাদায়ে কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, এমাম মোহাম্মদের আসল কেতাবে আছে যে, উহা বিনা নিয়তে বাণিজ্য - বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে, আর জামে কেতাবে আছে যে, বিনা নিয়তে বাণিজ্য দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে না। বালাখের ফকিহগণ এই শেষ রেওয়াএতটি ছহিহ স্থির করিয়াছেন।

যে গৃহ বাসের জন্য নিয়োজিত ছিল, উহা কোন বস্তুর বিনিময়ে ইজারা দিলে, উহা বিনা নিয়তে বাণিজ্য - দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি যৌথ - কারবারের শরিক উক্ত কারবারের টাকা দিয়া, নিয়তে কিম্বা নিজের গৃহে রাখার নিয়তে কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে উহা বাণিজ্য বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে।

যে গোলাম ইত্যাদি বাণিজ্যের নিয়তে ক্রয় করে, তৎপরে খেদমত লওয়ার নিয়ত করে, উহা বাণিজ্য দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না।

আর যে বস্তু খেদমত লওয়ার নিয়তে ক্রয় করা হইয়া থাকে,

উহাতে বাণিজ্য করার নিয়থ করিলেও, বাণিজ্য - বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে না—যতক্ষণ না জাকাতের যোগ্য - বস্তুর বিনিময়ে উক্ত বস্তু বিক্রয় করে, ইহা শামী ও তাহতাবিতে আছে।

যদি কেহ উত্তরাধিকারী হওয়া সূত্রে স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা ময়দানে বিচরণকারী চতুষ্পদ পাইয়া থাকে, তবে বৎসর অতীত হওয়ার পর উহাতে জাকাত ফরজ হইবে। উক্ত চতুষ্পদের ময়দানে চরাইবার নিয়ত করিলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে ইহাতে কোন মতভেদ নাই। আর, চরাইবার নিয়ত না করিলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হওয়ার কথা আলমগিরিতে লিখিত আছে, কিন্তু দোররোল - মোখতার ও কাজিখানে উহাতে জাকাত ফরজ হওয়ার সমর্থন করা হইয়াছে।

উপরোক্ত তিন বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু পাইয়া বাণিজ্যের নিয়ত করিলেও উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, যতক্ষণ উহা জাকাতের যোগ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় না করে এবং দ্বিতীয়বার নিয়ত না করে। ইহা দোররোল - মোখতার ও শামীতে আছে। যদি কেহ দান ছদকা, কিম্বা অছিএত সূত্রে একটি গোলাম প্রাপ্ত হয়, কিম্বা কোন স্ত্রীলোক মোহর সূত্রে একটি গোলাম প্রাপ্ত হয়, কিম্বা কেহ খোল সুত্রে উহা প্রাপ্ত হয় তৎপরে উহাতে ব্যাণিজ্যের নিয়ত করে, তবে ইহাতে সমধিক ছহিহ মতে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা বাহরোর - রায়েক বাদায়ে কেতাব হইতে ও দোররোল - মোখতারে আশবাহ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মুক্তা, হিরক, কাঞ্চন, ইয়াকুত নীলকান্তমণি, পদ্মরাগমণি ইত্যাদি রত্নরাজি সহস্র টাকার মূল্যের হইলেও উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু যদি উহাতে বাণিজ্যের নিয়ত করিয়া থাকে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে। ইহা দোররোল - মোখতারে আছে।

মূল কথা স্বর্ণ রৌপ্য এবং ময়দানে বিচরণকারী চতুষ্পদ ব্যতীত

জমি, চতুষ্পদ, গোলাম, বস্ত্র, আসবাপত্র ইত্যাদি অন্য বস্তু ক্রয় করা কালে বাণিজ্য করার নিয়ত করিলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে। কিন্তু যদি উহা ক্রয় করা কালে বাণিজ্য করার নিয়ত করিয়া না থাকে, কিম্বা নিজের গৃহে রাখার জন্য ক্রয় করিয়া থাকে অথচ মনে মনে নিয়ত করিয়া থাকে যে, যদি উহাতে লাভ হয়, তবে বিক্রয় করিবে, এই দুই ক্ষেত্রে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা দোররোল - মোখতারে আছে।

খেরাজি কিম্বা 'ওশরি' জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় উহাতে বাণিজ্যের নিয়ত করিলেও জাকাত ফরজ হইবে না। বাহ্‌রোর -রায়েকে আছে, যদি জমিতে নেছাব পরিমাণ মূল্যের গম উৎপন্ন হয় এবং সে নিয়ত করে যে, উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া বিক্রয় করিবে, তৎপরে এই অবস্থায় এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না। যে জমির উৎপন্ন শস্যের একদশমাংশ ছুলতানকে দিতে হয়, উহাকে 'ওশরি' জমি বলা হয়।

এইরূপ যদি কেহ বাণিজ্যের জন্য বীজ খরিদ করিয়া কোন 'ওশরি' জমি ইজারা লইয়া উহাতে বপন করে, তবে উক্ত জমিতে উৎপন্ন শস্যের একদশমাংশ ছুলতানকে দিবে, কিন্তু উৎপন্ন শস্যের জাকাত ফরজ হইবে না।

যদি কেহ খেরাজি কিম্বা 'ওশরি' জমিকে বাণিজ্য করার নিয়তে খরিদ করে, তবে উক্ত জমিতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু খাজনা কিম্বা শষ্যের এক দশমাংশ প্রদান করিতে হইবে। যদি কেহ ওশরি জমি চাহিয়া লইয়া চাষ করে, তবে এ কৃষকের উপর শষ্যের একদশমাংশ প্রদান করা জরুরি হইবে, এইরূপ যদি কেহ উক্ত জমি ইজারা লইয়া চাষ করে, তবে ফৎওয়া বিশিষ্ট মতে ইজারা গ্রহণকারী উপর শস্যের একদশমাংশ প্রদান করা জরুরি হইবে, উভয়ব্যক্তি উক্ত উৎপন্ন শস্যে

বাণিজ্য করার নিয়ত করিলে,ছহিহ হইবে না এবং উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না।

যদি কেহ খেরাজি জমি চাহিয়া লইয়া কিম্বা ইজারা লইয়া উহাতে চাষ করে, তবে উহার খাজনা জমির মালিক প্রদান করিবে, এক্ষেত্রে যদি উভয় ব্যক্তি উৎপন্ন শস্যের ব্যবসায়ের নিয়ত করে, তবে এই নিয়ত ছহিহ হইতে পারে, ইহা শামি কেতাবে আছে।

শাঃ, ১ - ১১ ১৬, বাঃ, ২ - ২০৯ - ২১২, তাঃ, ১ - ৩৯৪

প্রঃ — জাকাত অগ্রিম প্রদানের মছলা কিরূপ ?

উঃ — বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনটি শর্ত্ত পাওয়া গেলে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে।

প্রথম শর্ত্ত এই যে, অগ্রিম জাকাত প্রদান করা কালে নেছাব পূর্ণ হওয়া জরুরি যদি নেছাব পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে অগ্রিম জাকাত প্রদান করে, তৎপরে নেছাব পূর্ণ হইলে, বৎসর শেষ হয়, এক্ষেত্রে অগ্রিম জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না। দ্বিতীয় শর্ত্ত এই যে, বৎসরের মধ্যভাগে নেছাব একেবারে নষ্ট হইয়া না যাওয়া, এমন কি যখন সে ব্যক্তি অগ্রিম জাকাত প্রদান করিয়াছিল, তখন তাহার নেছাব পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু পরে নেছাবের সমস্ত টাকা নষ্ট হইয়া যায়, তৎপরে বৎসরের শেষ হওয়ার পূর্ব্বে দ্বিতীয় নেছাব উপার্জ্জন করিয়া লয়, পরে বৎসর শেষ হইয়া যায়, এক্ষেত্রে উপরোক্ত অগ্রিম জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না, পক্ষান্তরে যদি নেছাবের কতকাংশ নষ্ট হইয়া যায়, আর কিছু অংশ তাহার হস্তে বাকি থাকে, এমতাবস্থায় অগ্রিম নেছাবের জাকাত প্রদান করে, তৎপরে নেছাব পরিমাণ টাকা অর্জ্জন করার পরে বৎসর শেষ হয়, তবে এইরূপ অগ্রিম জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে।

তৃতীয় শর্ত্ত এই যে, বৎসরের শেষ সময়ে নেছাব পূর্ণ থাকে, এমন কি কাহারও দুই শত দেরম কিম্বা উক্ত মূল্যের বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, তৎপরে

সে তন্মধ্য হইতে অগ্রিম জাকাত বাবদ ৫ দেরম দান করিল, তৎপর বৎসর শেষ হওয়ার সময় তাহার টাকা কিম্বা বাণিজ্য দ্রব্য নেছাব অপেক্ষা কম হইল, কাজেই এই অগ্রিম জাকাত নফল হইলে, ইহা ফরজ জাকাত হইবে না। ইহা তাহাবীর টীকায় আছে।

এইরূপ যদি কাহারও ৪০টি ছাগল থাকে, আর সে একটি ছাগল অগ্রিম জাকাত দিয়া থাকে, আর বৎসরের শেষ সময়ে ৩৯টি ছাগল থাকে, ইহা নেছাব অপেক্ষা কম, যদি উহা ফকিরকে দিয়া থাকে, তবে জাকাত বলিয়া গণ্য হইবে না, বরং নফল ছদকা রূপে পরিণত হইবে। আর যদি জাকাত আদায়কারীর হস্তে উক্ত ছাগলটি থাকে, তবে মনোনীত মতে উহা জাকাত বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা বাহরোর-রাএক ও নহরোর-ফাএকে খোলাছা কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এক ব্যক্তি এক নেছাব পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়ার পরে উহার জাকাত অগ্রিম দিলে, জায়েজ হইবে, এইরূপ সে ব্যক্তি কয়েক নেছাবের অগ্রিম জাকাত দিলে, জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

একজন লোকের তিন শত টাকা ছিল, সে বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে ২০০ টাকার ২০ বৎসরের অগ্রিম জাকাত ১০০ টাকা প্রদান করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

যদি কোন লোকের ২০০ দেরহাম থাকে, আর সে ব্যক্তি এক সহস্র টাকার অগ্রিম টাকার জাকাত প্রদান করে, তৎপরে সে ব্যক্তি ৮০০ টাকা উপার্জ্জন করিল কিম্বা লাভ করিল, এমন কি সর্ব্ব সমেত সহস্র টাকা হইয়া গলে, তৎপরে বৎসর শেষ হওয়ার সময় সহস্র টাকা থাকিল, এক্ষেত্রে সহস্র টাকার অগ্রিম জাকাত জায়েজ হইবে।

আর যদি সে তদতিরিক্ত কিছু উপার্জ্জন করিয়া না থাকে, বৎসর শেষ হইয়া যাওয়ার পরে ৮০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তবে উক্ত অগ্রিম জাকাত জায়েজ হইবে না, বরং সে যে তারিখে শেষোক্ত

টাকাগুলি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই তারিখ হইতে নুতন বৎসর ধরিয়া বৎসর শেষ হইলে, উহার পৃথক জাকাত দিতে হইবে, ইহা মবছুত কেতাবে আছে, এছবিজাবি, কাকি ও ছোগনাকি ইহা বলিয়াছেন।

আল্লামা শামি বলেন, সে ব্যক্তি ৮০০ টাকার দরুন ২০ দেরহাম বেশী জাকাত দিয়াছে, উহা উক্ত ২০০ টাকার ৪ বৎসরের অগ্রিম জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

মুহিতে - ছারাখছিতে আছে, যদি কাহারও এক সহস্র টাকা থাকে, আর সে দুই সহস্র টাকার অগ্রিম জাকাত প্রদান করে এক্ষেত্রে যদি বৎসরের শেষ হওয়ার পূর্বে অবশিষ্ট সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তবে দুই সহস্রের অগ্রিম জাকাত আদায় হইয়া যাইবে, আর যদি তাহা উপার্জ্জন করিতে না পারে, তবে উক্ত সহস্র টাকার দ্বিতীয় বৎসরের জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

যদি কাহারও ৫টি গর্ভিনী উট থাকে, আর সে উক্ত উটগুলির এবং উহার গর্ভস্থ শাবকগুলির অগ্রিম জাকাত স্বরূপ দুইটি ছাগল প্রদান করিল, এক্ষেত্রে যদি বৎসরের শেষ হওয়ার পূর্বে ৫টি শাবক প্রসব করে, তবে উক্ত অগ্রিম জাকাত দোরস্ত হইবে, আর যদি সে নিয়ত করে যে, দ্বিতীয় বৎসরে যাহা উটগুলি প্রসব করিবে, তাহার জাকাত দিতেছি, তবে ইহা ছহিহ হইবে না, বরং উক্ত ৫টি উটের দ্বিতীয় বৎসরের অগ্রিম হইয়া যাইবে। ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তির চারিশত দেরহাম ছিল, সে ৫০০ দেরহাম থাকার ধারণা করিয়া জাকাত প্রদান করিল, তৎপরে সে ইহা জানিতে পারিল, এক্ষেত্রে সে যাহা বেশী দিয়াছে, উহা অগ্রিম বৎসরের জাকাত ধরিয়া লইতে পারে, ইহা মুহিতে - ছারাখছিতে আছে।

একটি লোকের স্বর্ণের একটি নেছাব ও রৌপ্যের দ্বিতীয় নেছাব ছিল, আর সে কোন একটি নেছাবের অগ্রিম জাকাত প্রদান করে,

তবে উহা উভয় নেছাবের জাকাত হইতে পারে, এমন কি যদি স্বর্ণের নেছাবের জেকাত দিয়া থাকে, আর উহা বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে উহা রৌপ্যের নেছাবের জাকাত হইয়া যাইবে, এইরূপ যদি তাহার স্বর্ণের একটি নেছাব, রৌপ্যের একটি নেছাব ও বাণিজ্য সামগ্রীর একটি নেছাব থাকে, ইহার কোন কেটি নেছাবের অগ্রিম জাকাত দিয়া থাকিলে, যদি উহা বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে নষ্ট হইয়া যায়, তবে অবশিষ্ট দুইটি নেছাবের যে কোন একটির জাকাত বলিয়া ধারণা করিলে, তাহাই জয়েজ হইবে। ইহা কাফি কেতাবে আছে।

যদি কাহারও নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুইটি নেছাব থাকে, আর সে ব্যক্তি বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে স্বর্ণের নেছাবের অগ্রিম জাকাত দিয়া থাকে, তৎপরে বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে হউক, আর পরে হউক, উক্ত স্বর্ণের নেছাব অন্য লোকের অর্থ হওয়া সপ্রমাণ হইয়া যায়, তবে এই অগ্রিম প্রদত্ত টাকা রৌপ্যের নেছাবের জাকাত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কাহারও একটি নগদ টাকার নেছাব থাকে, আর দ্বিতীয় নেছাবটি অন্য লোকের নিকট প্রাপ্য থাকে, তৎপরে সে ব্যক্তি নগদ নেছাবের অগ্রিম জাকাত প্রদান করে,এক্ষেত্রে যদি নগদ নেছাব বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নষ্ট হইয়া যায়, তবে প্রদত্ত টাকা গুলি ধার নেছাবের জাকাত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু বৎসর শেষ হওয়ার পরে নগদ নেছাব নষ্ট হইয়া গেলে, উক্ত প্রদত্ত টাকাগুলি ধার নেছাবের জাকাত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। স্বর্ণ, রৌপ্য ও বাণিজ্য দ্রব্য একই শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কোন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকমের পশুর কয়েকটি নেছাব থাকে, আর বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে একটির অগ্রিম জাকাত দিলে যদি সেই নেছাবটি নষ্ট হইয়া যায়, তবে এই প্রদত্ত পশুগুলি অপর

নেছাবেরর জাকাত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না।

মনে ভাবুন, যদি একটি স্ত্রীলোকের ৫টি উট ও ৪০টি ছাগল কিম্বা মেষ থাকে, আর সে ৫টি উটের অগ্রিম জাকাত একটি ছাগল প্রদান করে, তৎপরে উক্ত ৫টি উট মরিয়া যায়, তবে এই প্রদত্ত ছাগলটি ৪০টি ছাগলের জাকাত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না।

যদি কেহ কোন দরিদ্রকে অগ্রিম জাকাত দেয়, তৎপরে বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সেই দরিদ্র অর্থশালী হয়, কিম্বা মরিয়া যায়, অথবা মোরতাদ্দ (কাফের) হইয়া যায়, তবে উক্ত জাকাত জায়েজ হইয়া যাইবে, ইহা ছেরাজ অহ্হাজ এবং অলওয়ালজিয়া কেতাবে আছে। — আঃ, ১৮৭, শাঃ, ২ - ২৯ - ৩০, বাঃ, ২ - ২২৪ - ২২৫।

প্রঃ— স্বর্ণ রৌপ্যর কিম্বা বাণিজ্য দ্রব্যের নেছাব কি?

উঃ— রৌপ্য ২০০ দেরহাম হইলে এবং স্বর্ণ ২০ মেছকাল হইলে, জাকাত ফরজ হয়, ইহাই স্বর্ণ রৌপ্যের নেছাব। বাণিজ্য দ্রব্য উক্ত নেছাব পিরমাণ মূল্যের হইলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে।

দুই শত দেরহাম ৪৮ টাকা নয় আনা এক পয়সার কিছু অধিক হইয়া থাকে।

২০ মেছকালে ৬ তোলা, ১১ মাসা, ২ রতি, ২ যব স্বর্ণ হয়, অর্থাৎ ৭ তোলার প্রায় ৫ পয়সা কম স্বর্ণ হয়।

সোনার মোহর ও রূপার টাকা হউক, আর উহার গহনা হউক, আর কাঁচা সোনা - রূপা হউক, আর উহার কোন পাত্র হউক, নেছাব পরিমাণ হইলে জাকাত ফরজ হইবে দুই শত দেরহাম অথবা আমাদের দেশের ৪৮ টাকা নয় আনা সওয়া এক পয়সা মূলধন পূর্ণ এক বৎসর কাহারও নিকট থাকিলে, তাহার উপর জাকাত দেওয়া ফরজ হইবে।

৪০ দেরহামে এক দেরহাম জাকাত ফরজ হইবে, চারি মেছকালে দুই কিরাত জাকাত ফরজ হইবে, দুই কিরাতে দশ যব হয়। এমাম

আজম (রঃ) বলিয়াছেন, ৪০ দেরহামের কম রৌপ্য ও চারি মেছকালের কম স্বর্ণ যাহা থাকিবে, উহার জাকাত মা'ফ, আর তাহার শিষ্যদ্বয় বলিয়াছেন, উহাতে হিসাব মত জাকাত ফরজ হইবে।

উপরোক্ত ৪০ দেরহাম প্রায় ৯ টাকা ১১ আনা ২ পয়সা হয়, এই পরিমাণ অপেক্ষা যাহা কিছু কম থাকিবে, এমাম আজমের মতে উহার জাকাত দিতে হইবে না।

প্রঃ— দেরহাম, দীনার ও মেছকাল কাহাকে বলে?

উঃ— মেছকাল দীনারকে বলা হয়, উহা ২০ কিরাতে হইয়া থাকে, এক কিরাতে ৫ যব হইয়া থাকে, ৩ যবে এক রতি হইয়া থাকে, ৮ রতিতে এক মাসা হইয়া থাকে, ১২ মাসায় এক তোলা হয়।

আল্লামা শামি বলিয়াছেন, আল্লামা জয়লয়ীর কথায় বুঝা যায় যে, দীনার ও মেছকাল একই বস্তু, কিন্তু ফৎহোল - কদির হইতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণের টাকাকে দীনার বলা হয়, আর যে বস্তু দ্বারা উক্ত দীনারকে ওজন করা হয়, উহাকে মেশকাল বলা হয়, মূল কথা, দীনার ও মেছকালের ওজন এক হইয়া থাকে।

হজরত নবি (ছাঃ), হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ)-র জামানায় দেরহাম তিন প্রকারের ছিল, কতকগুলি ২০ কিরাতের ছিল, কতকগুলি ১২ কিরাতের আর কতকগুলি ১০ কিরাতের ছিল, প্রথম প্রকারের দেরহামের ওজন দীনার পরিমাণ ছিল, দ্বিতীয় প্রকার দেরহামের দশটিতে ছয় দীনারের সমান ওজন হইত। তৃতীয় প্রকার দেরহামের দশটিতে ওজন ৫ দীনারের সমান হইত।

এই কারণে লোকদিগের মধ্যে আদান প্রদান সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইত, হজরত ওমার (রাঃ) তিন প্রকারের তিন দেরহাম লইয়া ভাঙ্গিয়া মিশ্রিত করিয়া সমানাংশে তিনটি দিরহাম প্রস্তুত করেন, উহার প্রত্যেকটি ১৪ কিরাত ওজনে হইয়া যায়। অদ্যাবধি জাকাত চোরের

হাত কাটার নেছাব, মোহর ও দিয়াত (অঙ্গহানীর বিনিময়) সম্বন্ধে এই ১৪ কিরাতের দেরহাম ধরিয়া হিসাব করা হইয়া থাকে।

এই ১৪ কিরাত ওজনের দশটি দেরহাম ৭ মেছকাল কিম্বা দীনারের সম ওজন হইয়া থাকে।

আল্লামা শামী বলিয়াছেন, এই জামানায় দেরহাম ও দীনার ভিন্ন ভিন্ন ওজন ও মূল্যের হইয়াছে, লোকে উহার ওজন অবগত না হইয়াও আদান প্রদান করিয়া থাকেন, উহার ওজন নির্ণয় করা কষ্টকর হওয়ায় তাহারা উহার সংখ্যা গণণা করিয়া ৪০টিতে একটি ও শতকরা ৫টি জাকাত দিয়া থাকেন, যদি ভারি ওজনের দেরহাম ও দীনার হইত উক্ত হিসাবে জাকাত বাহির করে, তবে দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, আর যদি কম ওজনের দেরহাম ও দীনার হইতে উক্ত সংখ্যার হিসাবে জাকাত বাহির করে, আর উহা ওজনে মূলধনের ৪০ ভাগের এক ভাগ হইতেও কম হয়, তবে সম্পূর্ণ জাকাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে না।

লেখক বলেন, আমাদের দেশে একই ওজনের টাকা প্রচলিত আছে, কাজেই উহার ৪০ টাকা হইতে এক টাকাও ১০০ টাকা হইতে আড়াই টাকা জাকাত দিলে, জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

(মছলা) সোনা চাঁদির ওজনের হিসাবে জাকাত ফরজ হইবে এবং আদায় করিতে হইবে, উহার মুল্যের রহিসাবে উহা ফরজ হইবে না। মনে ভাবুন, যদি কাহারও রৌপ্যের বদনা থাকে, আর উহার ওজন ১৫০ দেরহাম হয়, কিন্তু উহার নির্মাণ ব্যয় সমেত ২০০ দেরহাম মূল্য হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা কাঞ্জের টিকা আয়নিতে আছে।

যদি একটি রৌপ্যের বদনার ওজন ২০০ দেরহাম হয়, কিন্তু উহার মূল্য ৩০০ দেরহাম হয়, তবে ৫ দেরহাম জাকাত দিতে হইবে।

পাঠক, এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতেহইবে, উহা এই যে, যদি

রৌপ্যের জাকাত রৌপ্য দ্বারা প্রদান করে, কিম্বা স্বর্ণের জাকাত স্বর্ণ দ্বারা প্রদান করে, তবে ওজনের হিসাবে দিতে হইবে, মূল্যের হিসাবে দিতে হইবে না, আর যদি স্বর্ণের জাকাত রৌপ্য দ্বারা কিম্বা রৌপ্যের জাকাত স্বর্ণ দ্বারা প্রদান করে, তবে মূল্যের হিসাবে জাকাত দিতে হইবে।

মনে ভাবুন, উপরোক্ত মছলায় রৌপ্যের বদনার জাকাত স্বর্ণ দিবার ইচ্ছা করিলে, ৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণ দিলে, জায়েজ হইবে না, বরং সাড়ে সাত টাকা মূল্যের স্বর্ণ দিতে হইবে। — শাঃ ২ - ৩৩৪, আঃ, ১ - ১৮৯ - ১৯০, বাঃ, ২ - ২২৫ - ২২৭।

(মছলা) বর্ত্তমানে যদি কেহ ৬০ ভরি চাঁদি ৪০ টাকায় খরিদ করে, তবে উহার মূল্যের হিসাব ধরিতে হইবে না, বরং উহার ওজনের হিসাব ধরিয়া দেড় ভরি চাঁদি, কিম্বা দেড় টাকা জাকাত দিতে হইবে।

প্রঃ— প্রচলিত টাকায় কিয়ৎ পরিমাণ খাদ থাকে, যদি কেহ দুই শত ভরি খাঁটি চাঁদির জাকাতে প্রচলিত ৫টি টাকা প্রদান করে, তবে উহা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— হাঁ, জায়েজ হইবে। আলমগিরি, ১ - ১৮৯ পৃষ্ঠা ও বাহরোর - রায়েকে, ২ - ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রঃ— খাদযুক্ত টাকার ব্যবস্থা কি?

উঃ— যে রৌপ্যের টাকায় খাদ অপেক্ষা রৌপ্য অধিকতর হয়, উহা খাঁটি টাকা রূপে পরিগণিত হইবে, এইরূপ যে স্বর্ণের মোহরে খাদ অপেক্ষা স্বর্ণের পরিমাণ অধিকতর হয়, উহা খাঁটি মোহর বলিয়া গণ্য হইবে।

যে টাকায় কিম্বা মোহরে খাদ এবং রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণ সমান হয়, ইহাতে মতভেদ হইলেও এহতিয়াতের (দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার) জন্য মনোনীত মতে উহার জাকাত ওয়াজেব হইবে, ইহা কাজীখান ও খোলাছা কেতাবে আছে।

আর যদি টাকায় কিম্বা মোহরে রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণ অপেক্ষা খাদ অধিকতর হয়, এ ক্ষেত্রে যদি উহা প্রচলিত মুদ্রা হয়, কিম্বা উহার বাণিজ্য করার নিয়ত করে এবং উহার মূল্য নেছাব পরিমাণ হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে। আর যদি উহা প্রচলিত মুদ্রা না হয়, অথবা উহাতে বাণিজ্য করার নিয়ত না করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে যদি উহার খাটি রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণগুলি পৃথক করিয়া লয় এবং উহা নেছাব পরিমাণ হয়, অথবা অন্যান্য টাকা - কড়ির সহিত যোগ করিলে নেছাব পরিমাণ হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে। আর যদি উহা হইতে স্বর্ণ রৌপ্য পৃথক করিয়া লওয়া না হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা অধিকাংশ কেতাবে আছে, কিন্তু গায়াতোল - বায়ানে আছে, তৎ সমুদয় হইতে স্বর্ণ - রৌপ্য পৃথক করিয়া লওয়া শর্ত্ত নহে, বরং তৎসমুদয়ের মধ্যে নেছাব পরিমাণ স্বর্ণ - রৌপ্য থাকিলে জাকাত ফরজ হইবে — শাঃ ২ - ৩৪ -৩৫, বাঃ, ২ - ২২৮ ও আঃ, ১ - ১৯০।

প্রঃ— যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য এক সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তবে কি ব্যবস্থা হইবে।?

উঃ— যদি স্বর্ণ অধিক পরিাণ হয়, তবে স্বর্ণ ধরিয়া জাকাত কহইবে, ইহা তিন প্রকার হইতে পারে — প্রথম এই যে, স্বর্ণ অধিক পরিমাণ হয়, কিন্তু স্বর্ণ এবং রৌপ্য উভয়টি নেছাব পরিমাণ হয়।

দ্বিতীয় উভয়টি পৃথক পৃথক ভাবে নেছাব হয় না, কিন্তু উভয়টি একত্রে যোগ করিলে নেছাব পরিমাণ হয়।

তৃতীয় এই যে, স্বর্ণ নেছাব পরিমাণ হয়, কিন্তু রৌপ্য নেছাব পরিমাণ না হয়। উপরোক্ত তিন অবস্থায় সমস্তটি স্বর্ণ ধরিয়া জাকাত দিতে হইবে।

আর যদি স্বর্ণের পরিমাণ রৌপ্য অপেক্ষা কম হয়, কিম্বা রৌপ্যের সমান হয়, ইহা ৭ প্রকার হইতে পারে।

প্রথম এই যে, কেবল স্বর্ণ নেছাব পরিমাণ হয় এবং রৌপ্য অপেক্ষা কম হয়, দ্বিতীয় — কেবল স্বর্ণ নেছাব পরিমাণ হয় এবং রৌপ্যের সমান হয়, তৃতীয় - সমধিক মূল্যের স্বর্ণ এক নেছাব পরিমাণ না হইলেও রৌপ্যের সহিত মিলিত হইয়া নেছাব পরিমাণ হয় এবং রৌপ্য অপেক্ষা কম হয়। চতুর্থ — সমধিক মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্যের সহিত মিলিত হইয়া নেছাব পরিমাণ হয় এবং রৌপ্যের সমান হয়, এই চারি অবস্থার সমস্তকে স্বর্ণ ধরিয়া জাকাত দিবে যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বর্ণের মূল্য অধিক, পঞ্চম — কেবল রৌপ্যে নেছাব পরিমাণ হয় এবং উহা স্বর্ণ অপেক্ষা অধিক হয়, এ ক্ষেত্রে যদি স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা কম হয়, তবে সমস্তকে রৌপ্য ধরিয়া জাকাত দিতে হইবে। ষষ্ঠ — স্বর্ণ অপেক্ষা রৌপ্য অধিক হয় এবং প্রত্যেকটি নেছাব অপেক্ষা কম হয়।

সপ্তম — উভয়টি সমান হয় এবং প্রত্যেকটি নেছাব অপেক্ষা কম হয়। শামী প্রণেতা বলেন, যদি উপরোক্ত স্থানদ্বয়ে স্বর্ণের মূল্য অধিকতর হয়, তবে সমস্তকে স্বর্ণ ধরিয়া জাকাত দিতে হইবে আর যদি রৌপ্যের মূল্য অধিকতর হয়, তবে সমস্তকে রৌপ্য ধরিয়া জাকাত দিতে হইবে, ইহা দোর্রোল - মোখতার প্রণেতা, জয়লয়ী ও শামনি উল্লেখ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে মূহিত ও বাদায়ে প্রনেতা উল্লেখ করিয়াছেন, যে দীনারগুলিতে স্বর্ণের পরিমাণ অধিক হইবে, উহা স্বর্ণ ধরিতে হইবে, যথা মহমুদীয়া দীনারগুলি

আর যে দীনারগুলিতে লরৌপ্যের পরিমাণ অধিক থাকে, যদি উহা প্রচলিত মূদ্রা হয় কিম্বা ব্যবসায়ের নিয়ত করা হইয়া থাকে, তবে উহার মূল্য ধরিয়া জাকাত দিতে হইবে, আর যদি ইহা না হয়, তবে উক্ত টাকায় মধ্যস্থিত স্বর্ণ - রৌপ্যের মূল্য নেছাব হইলে, কিম্বা অন্যান্য টাকা - কড়ির সহিত যোগ করায় নেছাব হইলে, জাকাত ফরজ হইবে, নচেৎ না।

আল্লামা শামী বলিয়াছেন, এই উভয় দলের ভিন্ন ভিন্ন মত এই ভাবে সামঞ্জস্য হইতে পারে যে, শেষোক্ত মত মূদ্রিত টাকা কিম্বা মোহর সম্বন্ধে, কিম্বা প্রচলিত টাকা অথবা বাণিজ্য অর্থে ব্যবহৃত টাকা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, আর প্রতম মতটি স্বর্ণ, রৌপ্য - মিশ্রিত পাত্র, গহনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, কিংম্বা ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াএত হইবে। শাঃ, ২ - ৩৫ - ৩৬।

প্রঃ— তাঁমা কিম্বা অন্য ধাতুর পয়সাগুলি, কিম্বা দুই আনি বা চারি আনিতে, অথবা কাগজের নোটে জাকাত ফরজ হইবে কিনা?

উঃ- যদি উহা প্রচলিত কিম্বা ব্যবসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে। যদি কোন কালে উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না। আঃ, ১- ১৯০ ও বাঃ ২-২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্র ঃ- যদি কাহারও স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বাণিজ্য - দ্রব্য থাকে, তবে তাহার জাকাতের ব্যবস্থা কি?

উঃ— যদি কাহারও উপরোক্ত তিন প্রকার বস্তু থাকে এবং প্রত্যেকটি নেছাব অপেক্ষা কম হয়, এক্ষেত্রে যদি একটি অন্যের সহিত যোগ করিলে নেছাব হইয়া পড়ে, তবে বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া স্বর্ণের কিম্বা রৌপ্যের সহিত, স্বর্ণের মূল্য ধরিয়া রৌপ্যের সহিত কিম্বা রৌপ্যের মূল্য ধরিয়া স্বর্ণের সহিত যোগ করা ওয়াজেব হইবে। নহরোল - ফায়েকে জাহেদী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে যদি স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের মূল্য ধরিয়া বাণিজ্য-দ্রব্যের সহিত যোগ করে, তবে এমাম আজমের মতে জায়েজ হইবে।

মনে ভাবুন, এক ব্যক্তির একশত দেরহামের মূল্যের বাণিজ্যের গম অছে, আর তাহার ৫টি দীনার আছে — যাহার মূল্য একশত দেরহাম হয়, তবে এমাম আজম ছাহেবের মতে উহাতে জাকাত ফরজ

হইবে।

যদি কোন ব্যক্তির স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে কোন একটি নেছাব পরিমাণ থাকে এবং অন্যটি নেছাব অপেক্ষা কম হয়, তবে যেটি নেছাব অপেক্ষা কম হইবে, উহার মূল্য ধরিয়া নেছাব-বিশিষ্ট বিষয়টির সহিত যোগ করা জরুরী হইবে। অর যদি উভয়টি নেছাব পরিমাণ হয়, একটিকে অপরটির সহিত যোগ করা জরুরী হইবে না। বরং প্রত্যেকটির জাকাত পৃথক পৃথক ভাবে প্রদান করা উচিত হইবে। আর যদি একটিকে অপরটির সহিত যোগ করিতে চাহে, তবে যদি একটি বেশী মূল্যে বিক্রয় হয় এবং দরিদ্রদিগের পক্ষে সমধিক ফলপ্রদ হয়, তবে সেইটির মূল্য ধরিয়া লওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি এরূপ না হয়, তবে প্রত্যেকটির ৪০ ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবে।

যদি কোন বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য দেরহাম দ্বারা ধরিলে, ২৪০ দেরহাম হয়, আর দীনার দ্বারা ধরিলে, ২৩ দীনার হয় (যাহার মূল্য ২৩০ দেরহাম হয়), তবে দেরহাম দ্বারা উহার মূল্য ধরিতে হইবে, কেননা ২৪০ দেরহামের ৬ দেরহাম জাকাত হয়, আর ২৩ দীনারে অর্দ্ধ দীনার জাকাত হয় - যাহার মূল্য ৫ দেরহাম হয়।

আর যদি কোন বস্তুর ২৪ দীনার মূল্য হয়, আর যদি দেরহামের হিসাবে মূল্য ধরা হয়, তবে ১৩৬ দেরহাম হয়, তবে দীনারের হিসাবে মূল্য ধরিবে। ইহা নহরোল ফায়েকে ছেরাজ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যদি কাহারও এক শত দেরহাম ও দশ দীনার থাকে, আর দশ দীনারের মূল্য এক শত দেরহাম অপেক্ষা কম হয়, তবে এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ ছাহেবদ্বয়ের মতে জাকাত ফরজ হইবে, এমাম আজম ছাহেবের মজহাবে ভিন্ন মত থাকিলেও ছহিহ মত এই যে, উহাতে জাকাত ওয়াজেব হইবে। ইহা মূহিতে, ছারাখছিতে আছে।

যদি কাহারও সোনা চাঁদির উভয় নেছাব থাকে, আর সোনার

নেছাবের উপর চারি মেছ্কালের কিছু কম ও চাঁদির নেছাবের উপর ৪০ দেরহামের কিছু কম (ফাজিল) বেশী থাকে, তবে একটিকে অন্যের সহিত যোগ করিয়া ৪০ দেরহাম কিম্বা চারি মেছকাল পূর্ণ করিয়া লইয়া জাকাত দিবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। আঃ, ২-১৯০, শাঃ, ২-৩৪-৩৭

(মছলা) যদি ব্যবসায়ের সামগ্রী গুলির নেছাবের কম হয়, তবে উহার মূল্য ধরিয়া হয় সোনার নেছাবের সহিত যোগ করিবে, না হয় চাঁদির নেছাবের সহিত যোগ করিবে, কিন্তু যদি সোনা চাঁদির মধ্যে একটি নেছাব হয়, তবে সেই নেছাবের সহিত যোগ করা জরুরি হইবে, ইহা বাহরোর - রায়েকে আছে।

যদি কাহারও দুই শত পালি বাণিজ্যের গম থাকে এবং উহার মূল্য দুই শত দেরহাম হয়, তৎপরে বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, পরে উহার বাজারি দর বেশী কিম্বা কম হইয়া পড়ে, এক্ষেত্রে যদি জাকাতে গম প্রদান করে, তবে পাঁচ পালি গম প্রদান করিবে। আর যদি মূল্য প্রদান করে, তবে বৎসরের শেষ দিবসের মূল্য প্রদান করিবে।

যে শহরে উক্ত সামগ্রী আছে, সেই শহরের মূল্য ধরিতে হইবে। আর যদি কোন ময়দানে থাকে, তবে উহার নিকটবর্ত্তী শহরের মূল্য ধরিতে হইবে।

ইহা ফৎহোল - কদিরে ফাতাওয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাণিজ্য দ্রব্য থাকে, আর প্রত্যেক প্রকারের বস্তু নেছাবের কম হয়, তবে প্রত্যেক প্রকারের মূল্য ধরিয়া অন্য প্রকারের মূল্যের সহিত যোগ করিতে হইবে।

(মছলা) যদি কেহ তাম্রের দেগ খরিদ করিয়া রাখিয়া ইজারা দিতে থাকে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, যেমন শস্যের গোলাঘরে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা কাজিখানে আছে।

(মছলা) যদি কোন পশু বিক্রেতা চতুস্পদ জন্তু ক্রয় বিক্রয় করে এবং তজ্জন্য কতকগুলি ঘন্টা, রসি ও পশুর গাত্রাবরণ ক্রয় করে, যদি সে এই বস্তুগুলি পশুগুলির সহিত বিক্রয় করে, তবে তৎসমস্তে জাকাত ফরজ হইবে আর যদি পশুগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের উদ্দেশ্যে তৎসমস্ত খরিদ করিয়া থাকে, তবে তৎসমস্তে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

(মছলা) যদি কোন ঔষধবিক্রেতা কতকগুলি শিশি খরিদ করে, যদি তৎসমুদয় ঔষধের সহিত বিক্রয় করে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, আর যদি ঔষধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরিদ করে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না।

(মছলা) যদি ইজারা দেওয়া উদ্দেশ্যে কতকগুলি বস্তু খরিদ করে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, ইহা মুহিতে-ছারাখছিতে আছে।

(মছলা) যদি নানবাই (রুটি বিক্রেতা) রুটি প্রস্তুত করার জন্য কাষ্ঠ কিম্বা লবণ খরিদ করে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না। আঃ, ১ - ১৯১।

প্রঃ— চতুষ্পদ জন্তুগুলির জাকাতের ব্যবস্থা কি?

উঃ— যে চতুষ্পদ সকল বাণিজ্য করার নিয়তে খরিদ করা হইয়াছে, উহার মূল্য নেছাব পরিমাণ হইলে, উহাতে বাণিজ্য সামগ্রীর জাকাত দিতে হইবে।

যে পশুগুলি ছয়মাসের অধিক কাল ময়দানে চরিয়া খায় এবং তৎসমুদয়কে দুগ্ধপান, বংশবৃদ্ধি, দেহের অধিক পুষ্টিসাধন করা মূল্য বৃদ্ধি মানসে চরান হয়, তৎসমুদয়ে নিম্নলিখিত প্রকারে জাকাত দিতে হইবে, এই জাকাত বাণিজ্য অর্থে খরিদা চতুষ্পদের জাকাত হইতে স্বতন্ত্র। ইহা তবইন ও মুহিত কেতাবে আছে।

যদি তৎসমুদয়কে মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে কিম্বা বোঝা বহন বা

আরোহণ করা উদ্দেশ্যে চরান হয়, তবে তৎসমুদয়ে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যদি কেহ উক্ত পশুগুলি ছয় মাস ময়দানে চরাইয়া থাকে এবং ছয়মাস বাটিতে বন্ধন করিয়া উহাদের খোরাক সংগ্রহ করিয়া দেয়, তবে তৎসমস্তে জাকাত ফরজ হইবে না।

যদি কেহ ব্যবসায়ের নিয়তে কতকগুলি চতুষ্পদ খরিদ করে, তৎপরে কয়েক মাস পরে ব্যবসায়ের নিয়তে ছাড়িয়া দিয়া ময়দানে বিচরণকারী পশুদিগের শ্রেণীভুক্ত করা উদ্দেশ্যে ময়দানে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দেয়, এক্ষেত্রে বাণিজ্যের বৎসরের হিসাব বাতীল হইয়া যাইবে, যে দিবস হইতে উহাদিগকে বিচরণকারী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে, সেই দিবস হইতে নূতন বৎসর ধরিয়া এই প্রকারের জাকাত দিবে।

যদি কেহ নিজের কতকগুলি বিচরণকারী চতুষ্পদকে বৎসরের মধ্যভাগে কিম্বা বৎসরের এক দিবস বাকি থাকিতে উক্ত শ্রেণীর কতকগুলি চতুষ্পদ, কিম্বা অন্য শ্রেণীর কতকগুলি চুতষ্পদ বা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে বিক্রয় করে, আর তাহার নিকট কোন নেছাব থাকে, অথবা বাণিজ্য সামগ্রীর পরিবর্ত্তে বিক্রয় করে, তবে প্রথম বৎসরের হিসাব বাতীল হইয়া যইবে, এই তারিখ হইতে নূতন বৎসর ধরিতে হইবে। ইহা জওহারা কেতাবে আছে।

- তাঃ ১-২৯৭-২৯৮, শাঃ, ২-১৬-১৭।

যদি কোন ব্যক্তি ময়দানে বিচরণকারী চতুষ্পদগুলিকে বহন কিম্বা আহোরণ কার্য্যে নিযুক্ত করার, অথবা বাটিতে বাঁধিয়া খোরাক দিবার নিয়ত করিয়া কার্য্যে পরিণত করিল না, তবে তৎসমুদয়ে বিচরণকারী চতুষ্পদের জাকাত দিতে হইবে, ইহা কাজিখানে আছে — আঃ, ১-১৮৮।

(মছলা) অক্ফের পশুগুলির ও জেহাদে নিযুক্ত ঘোটকগুলির

জাকাত ফরজ নহে।

যে চতুষ্পদগুলির পা গুলি কাটা গিয়াছে, তৎসুমদয়ের জাকাত ফরজ নহে।

অন্ধ চতুষ্পদগুলির জাকাত ফরজ হইবে কি না, হইতে মতভেদ হইয়াছে, জাহিরিয়া কেতাবে দুইটি রেওয়াএত আছে। জাওহেরো কেতাবে তৎসমুদয়ে জকাত ফরজ নাহওয়ার প্রতি দৃঢ়আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে, বাহারোর রায়েকেউহাতে জাকাত ওয়াজেব হওয়া প্রবল স্থির করা হইয়াছে। আল্লামা শামী বলিয়াছেন, যদি উক্ত পশুগুলি ময়দানে চরিয়া যাইতে পারে, তবে জাকাত ফরজ হইবে, নচেৎ না। —শাঃ ২-১৭-১৮, তাঃ, ১-৩৯৮।

উটের নেছাব

পাঁচটি উটের কমে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা হেদায়া কেতাবে আছে।

আরাবি হউক বা মিশ্রিত বংশের হউক পাঁচটি উটে এক বৎসরের অধিক বয়স্ক একটি ছাগল জাকাত দেওয়া ফরজ হইবে। ইহা জওহারা কেতাবে আছে।

৫ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাঁচটিকে এক একটি ছাগল ফরজ হইবে। ২৫ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত এক বৎসর উর্দ্ধের একটি উষ্ট্রীকা জাকাত দেওয়া ওয়াজেব হইবে। ৩৬ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের উর্দ্ধ একটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ৪৬ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের উর্দ্ধ একটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ৬১ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত চারি বৎসরের উর্দ্ধ একটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ৭৬ হইতে ৯০ পর্যন্ত দুই বৎসরের উর্দ্ধ দুইটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ৯১ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের উর্দ্ধ দুটিই উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ইহা হেদায়াতে আছে।

তৎপরে ১২০টির পরে ১৪৫ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাঁচটিতে উপরোক্ত দুইটি উষ্ট্রীকাসহ একটি ছাগল ওয়াজেব হইবে। ১৪৫টিতে তিন বৎসরের উর্দ্ধ দুইটি ও দুই বৎসরের উর্দ্ধ একটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ১৫০টিতে তিন বৎসরের উর্দ্ধ তিনটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে।

তৎপরে ১৭৫টি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাঁচটিতে এক একটি ছাগল ওয়াজেব হইবে। ১৭৫টিতে নিত বৎসরের উর্দ্ধ তিনটি ও এক বৎসরের উর্দ্ধ একটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ১৮৬টিতে তিন বৎসরের উর্দ্ধ তিনটি ও দুই বৎসরের উর্দ্ধ একটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে। ১৯৬ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের উর্দ্ধ চারিটি উষ্ট্রীকা ওয়াজেব হইবে, ইহা আয়নিতে আছে। কাজিখান বলেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে ২০০টিতে দুই বৎসরের উর্দ্ধ ৫ টি উষ্ট্রীকা দিতে পারে। তৎপরে প্রত্যেক ৫০টিতে দেড়শতের পরের ৫০টির ন্যায় ব্যবস্থা হইবে। আঃ, ১ - ১৮৮

(মছলা) যদি সমস্ত বড় উট মরিয়া যায়, কেবল এক বৎসরের কম কতকগুলি উট থাকে, তবে তৎসমস্তের জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু যদি একটি বড় উট থাকে, তবে তৎসমস্তের জাকাত ফরজ হইবে। জাকাতের হিসাব কালে ছোট বাচ্চা কিংবা অন্ধ সমস্ত ধরিয়া গননা করিবে, কিন্তু উহা জাকাতরূপে প্রদান করিলে, জায়েজ হইবে না।

জাকাত আদায়কারী উহার শাবক, গর্ভিণী, ষাড়, কিম্বা ভক্ষণের জন্য যাহা হৃষ্ট পুষ্ট করা হইতেছে, উহা অথবা অতি উৎকৃষ্ট গুলি গ্রহণ করিবে না, না উৎকৃষ্ট হয়'না নিকৃষ্ট হয়, বরং মধ্যম ধরণের গুলি গ্রহণ করিবে। যদি সমস্তই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উট থাকে, তবে উৎকৃষ্ট গ্রহণ করিবে।

যদি উপরোক্ত গুন কিম্বা বয়সের উট পাওয়া না যায়, তবে মালেক উহা অপেক্ষা অধম উট প্রদান করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মূল্য প্রদান করিবে, ইহা সে বল প্রয়োগ করিতে পারিবে। আর যদি তদপেক্ষা

উৎকৃষ্ট উট প্রদান করে, তবে অতিরিক্ত মূল্য জাকাত আদায়কারীর নিকট হইতে লইবে। ইহাতে সে বল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। আর যদি উক্ত উটের মূল্য প্রদান করে, তবে ইহাও জায়েজ হইবে।

চারিটি মধ্যম ধরণের উটের পরিবর্ত্তে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট উট প্রদান করিলে, জায়েজ হইবে। — আঃ, ১ - ১৮৮ শাঃ, ২ - ২৪ - ২৫।

জাকাতের উষ্ট্রীকা প্রদান করা জরুরি, উষ্ট্র প্রদান করিলে জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি উষ্ট্রিকার মূল্য স্বরূপ উষ্ট্র প্রদান করে, তবে জায়েজ হইবে।

গরু ও ছাগল জাকতে পুং ও স্ত্রী উভয় জায়েজ হইবে। শাঃ, ২।১৯।

গরুর নেছাব

ত্রিশটীর কম গরুতে জাকাত ফরজ নহে, ৩০ টি গরুতে এক বৎসরের উর্দ্ধে একটি পুং কিম্বা স্ত্রী গরু ওয়াজেব হইবে। ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। ৪০টিতে দুই বৎসরের উর্দ্ধের একটি গরু ওয়াজেব হইবে। ২০ ও ৪০ এর মধ্যে যাহা কিছু হয়, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না। ইহা তাহাবির টীকাতে আছে। ৪০ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম আজম ছাহেবের জাহেরে রেওয়াএতে একটীতে দুই বৎসর উর্দ্ধের একটি গরুর ৪০ ভাগের এক ভাগ জাকাত হইবে, দুইটির ২০ ভাগের একভাগ জাকাত দিবে। এমাম ছাহেবের অন্য রেওয়াএতে উপরোক্ত দুই সংখ্যার মধ্যে গরুগুলির জাকাত ওয়াজেব হইবে না। ইহা তাঁহার দুই শিষ্যের মত। মুহিত, নহরোলফায়েক ও জামেয়োল ফেকহ কেতাবে এই মতটি মনোনীত স্থির করা হইয়াছে। আল্লামা কাছেম তছহিহে - কদুরীতে লিখিয়াছেন, এছবিজাবী এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। ইয়ানাবি কেতাবে ইহা ফৎওয়াযুক্ত মত বলা হইয়াছে।

৬০টিতে এক বৎসর উর্দ্ধের দুইটি গরু ওয়াজেব হইবে। ইহা হেদায়া কেতাবে আছে।

তৎপরে প্রত্যেক ৪০টিতে দুই বৎসর উর্দ্ধের একটি গরু ও প্রেত্যেক ৩০টিতে এক বৎসর উর্দ্ধের একটি গরু ওয়াজেব হইবে। ৭০টিতে দুই বৎসর উর্দ্ধের একটি গরু ও এক বৎসর উর্দ্ধের দ্বিতীয় একটি গরু ওয়াজেব হইবে। ৮০টিতে দুই বৎসর উর্দ্ধের দুইটি গরু ওয়াজেব হইবে। ৯০টিতে এক বৎসর উর্দ্ধের তিনটি গরু এবং ১০০টিতে দুই বৎসর উর্দ্ধের একটি গরু ও এক বৎসর উর্দ্ধের দুইটি গরু ওয়াজেব হইবে। ইহা তাহতাবীর টিকাতে আছে। ১২০টিতে দুই বৎসরের উর্দ্ধের তিনটি গরু দিতে পারে, আর ইচ্ছা করিলে, এক বৎসর উর্দ্ধের চারিটি গরু দিতে পারে। ইহা তবইন কেতাবে আছে।

(মছলা) মহিষের জাকাত গরুর জাকাতের ন্যায় হইবে।

(মছলা) যদি পুং - গরু কিম্বা মহিষ বন্য হয়, আর স্ত্রী - গরু কিম্বা মহিষ গৃহপালিত হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে।

আর যদি ইহার বিপরীত হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না। বন্য গরু ও ছাগলে জাকাত ফরজ হইবে না। শাঃ, ২ -১৯ - ২০

ছাগলের নেছাব

৪০টি ছাগলের কমে জাকাত ফরজ হইবে না। ৪০টি হইতে ১৩০টি পর্য্যন্ত একটি ছাগল ওয়াজেব হইবে, ১৩১ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত দুইটি ছাগল ওয়াজেব হইবে। ২০১ হইতে ৩৯৯ পর্য্যন্ত তিনটি ছাগল ওয়াজেব হইবে, ৪০০টিতে ৪টি ছাগল, তৎপরে প্রত্যেক শতকরা এক একটি ছাগল ওয়াজেব হইবে।

(মছলা) ছাগলের জাকাতের ন্যায় মেষের জাকাতের ব্যবস্থা হইবে। জাকাত দেওয়া কালে এক বৎসরের উর্দ্ধ ছাগল দিতে হইবে, ছয় মাসের

অধিক বয়সের মেষ জাকাতে প্রদান করিলে, জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, জাহেরে - রেওয়াএতে এক বৎসরের উর্দ্ধ না হইলে, জায়েজ হইবে না, এমাম আজম ছাহেবের দ্বিতীয় রেওয়াএতে জায়েজ হইবে, কামাল ইহা প্রবল বলিয়া দাবি করিয়াছেন, নহরোল - ফাএক প্রণেতা এই মত সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু বাহরোর - রায়েক প্রণেতা প্রভৃতি প্রথম মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। এখতিয়ার কেতাবে ইহা ছহিহ বলা হইয়াছে।

লেখক বলেন, ছহিহ মতটী ধরিতে হইবে।

(মছলা) ছাগল ও মেষে উভয় মিলিয়া ৪০টি হইলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে, আর পৃথক পৃথক ভাবে ৪০টি হইলেও জাকাত ফরজ হইবেই।

(মছলা) যদি কেহ কেহ ছাগলের মাংস মেষের মাংসের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করে, কিন্তু কম বেশী আদান প্রদান করে, তবে ইহা সুদ হইবে।

(মছলা) যেরূপ একটি ছাগল দ্বারা ওয়াজেব কোরবাণি জায়েজ হয়, সেইরূপ একটি মেষ দ্বরা উহা জায়েজ হইবে।

(মছলা) যদি কোন লোকের ৪০টি মেষ থাকে, তবে নিয়োজিত জাকাত আদায়কারী তাহার নিকট হইতে মেষ লইবে, ছাগল লইবে না, আর যদি ছাগলের নেছাব থাকে, তবে মেষ লইতে পারে না। আর যদি উভয় প্রকার পশু মিলিত নেছাব হয়, তবে যেটি সংখ্যায় অধিক হইবে, তাহা হইতে লইবে, আর যদি উভয় প্রকার পশু সমান হয়, তবে যে কোন পশুর একটি লইতে পারে।

(মছলা) যদি কেহ ছাগলের মাংস ভক্ষণ না করার কছম করে, আর যদি সে মেষের মাংস ভক্ষণ করে, তবে ইহাতে কছম ভঙ্গ হইবে না।

(মছলা) যদি পুং হরিণ ও স্ত্রী মেষ কিম্বা ছাগলের সঙ্গমে একটি ছাগল কিম্বা মেষ জন্মে, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইতে পারে, কিম্বা নেছাব পূর্ণ করিতে পারে। ইহার বিপরীত হইলে, জায়েজ হইবে না। — আঃ, ১ - ১৮৯, শাঃ, ২ - ২০ - ২১

(মছলা) গাধা, খচ্চর যদি বাণিজ্যের জন্য না হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, আর বাণিজ্যের জন্য হইলে, জাকাত ফরজ হইবে।

জেহাদের ঘোটক ব্যতীত অন্যান্য ময়দানে বিচরণকারী ঘোটককে জাকাত ফরজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম ছাহেব বলিয়াছেন, যদি উক্ত ঘোটকগুলি দুগ্ধ ও বংশের উদ্দেশ্যে বনে বিচরণ করে এবং পুং ও স্ত্রী উভয় মিলিত ভাবে থাকে এবং এক বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, তবে উহাতে জাকাত ওয়াজেব হইবে, কিন্তু যদি আরবি ঘোটক হয়, তবে প্রত্যেকটি জাকাত এক দীনার দিবে, কিম্বা উহার মূল্য ধরিয়া ২০০ দেরহামের ৫ দেরহাম দিবে। আর যদি অন্য স্থানের ঘোটক হয়, তবে কেবল মূল্য ধরিয়া জাকাত দিবে।

আর যদি ঘোটকগুলি কেবল পুং হয়, কিম্বা স্ত্রী হয়, তবে এমাম ছাহেবের প্রসিদ্ধ রেওয়াএতে জাকাত ওয়াজেব হইবে না, ইহা মুহিতে আছে।

ফৎহোল - কদিরে আছে, সমধিক প্রবল মত এই যে, ঘোটকগুলি কেবল পুং হইলে, জাকাত ফরজ হইবে না, আর স্ত্রী হইলে, জাকাত ফরজ হইবে।

এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, বনে বিচরণকারী ঘোটকগুলিতে জাকাত ফরজ হইবে না, কাজিখান, ইয়ানাবী, জওয়াহের ও কাফি কেতাবে ইহা ফতওয়াযুক্ত মত বলা হইয়াছে, তাহাবি, কাজি আবুজয়েদ, জয়লয়ি, বাজ্জাজি এই মত সমর্থন

করিয়াছেন, কাঞ্জ ও খোলাছাতে ইহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে কামালদ্দিন এবনো - হোমাম, এমাম ছারাখছি, কদুরী, বাদয়ে ও হেদায়া প্রণেতাগণ এমাম ছাহেবের মতটি প্রবল সাব্যস্ত করিয়াছেন, আল্লামা কাসেম তোহফা হইতে ইহা ছহিহ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

লেখক বলেন, ঘোটক না দিলে, দোষ হইবে না, কিন্তু দেওয়াই এহতিয়াত।

যদি বাণিজ্যের ঘোটক হয়, তবে সকলের মতে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে।

(মছলা) চিতাব্যাঘ্র ও শিক্ষিত কুকুরে জাকাত ফরজ হইবে না, আর যদি বাণিজ্যের জন্য রক্ষিত হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে। ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ১ - ১৮৯, শাঃ, ২ - ২১ ও তাঃ, ১ - ৪০০।

প্রঃ — জাকাতের উপযুক্ত পাত্র কে কে?

উঃ— নিম্নোক্ত কয়েক ব্যক্তি জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত;—

(১) ফকির (দরিদ্র) - যাহা নেছাব অপেক্ষা কম কিছু টাকা পয়সা আছে, কিম্বা নেছাব পরিমাণ তাহার প্রয়োজনীয় জাকাতের অযোগ্য সামগ্রী আছে। ইহা ফৎহোল - কদিরে আছে।

জাহেল দরিদ্র অপেক্ষা আলেম দরিদ্রকে জাকাত ছদকা প্রদান করা সমধিক ফলপ্রদ, ইহা জাহেদীতে আছে।

(২) মিছকিন — যাহার কিছুই নাই, তাহার পক্ষে নিজের খাদ্য ও শরীর আবৃতকারী বস্ত্র যাচ্ঞা করার প্রয়োজন হয় এবং উহা তাহার পক্ষে হালাল হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে ফকিরের পক্ষে ভিক্ষা করা হালাল হইতে পারে না, কেননা যাহার শরীর আচ্ছাদনকারী বস্ত্র ও এক দিবসের

খোরাক থাকে, তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম, ইহা ফৎহোল - কদিরে আছে।

(৩) জাকাত কিম্বা 'ওশোর' আদায়কারী কর্ম্মচারী, যদিও সে ধনী হয়, তবু সে জাকাত লইতে পারে, যেহেতু সে ব্যক্তি এই আদায় কার্য্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কাজেই তাহার পক্ষে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন হইয়া থাকে, প্রয়োজন বশতঃ বিদেশগামী ধনী উহা ভক্ষণ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু জাকাত আদায়কারী হাসেমী বংশধর হইলে, তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ করা হালাল হইবে না, হাদিছ শরিফে স্পষ্টভাবে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ফৎহোল - কদিরে ইহা বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

নহরোল - ফায়েকে নেহায়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যদি কোন হাশেমী ব্যক্তি জাকাত আদায় কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকেন এবং উহা হইতে তাহার জীবিকা প্রদান করা হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ করা অনুচিত। আর যদি তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অন্য ফণ্ড হইতে জীবিকা প্রদান করা হয়, তবে ইহাতে দোষ হইবে না।

জাকাত আদায়কারী কর্ম্মচারী কি পরিমাণ জাকাত লইতে পারে, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। সে যত দিবস জাকাত আদায় করা উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতে থাকিবে, তত দিবস নিজের ও তাহার কর্ম্মচারিগণের জীবিকা নির্বাহ হয়, এই পরিমাণে মধ্যম ধরণের খোরপোশ গ্রহণ করিবে, তাহার পক্ষে পানাহার ও পরিচ্ছদে বিলাসিতা অপব্যয় করা হারাম হইবে, যদি তাহার জীবিকা নির্বাহে জাকাতের সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, তবে, আদায়ের অর্দ্ধেক পরিমাণ গ্রহণ করিবে। এমামের পক্ষে এরূপ লোককে এই কার্যে নিয়োজিত করা উচিত — যে অর্দ্ধেক লইয়া সন্তুষ্ট হয়। ইহা বাহরোর - রায়েকে আছে। কাহাস্তানিতে মুহিত ইত্যাদি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, তাহার যাতায়াতের পারিশ্রমিক

স্বরূপ তাহার নিজের, তাহার পরিজনের ও কর্ম্মচারিগণের জীবিকা নির্বাহ পরিমাণ খোরপোশ ওশোরের তিন চতুর্থাংশ হইলেও প্রদান করা হইবে।

যদি কেহ নিজের সামগ্রীর জাকাত নিজেই খলিফার নিকট উপস্থিত করে, তবে তৎসম্বন্ধে উক্ত নিয়োজিত কর্মচারী কিছুই পাইতে পারে না, ইহা ইয়ানাবি ও মুহিতে - ছারাখছিতে আছে।

যদি নিয়োজিত কর্ম্মচারীর হস্তে আদায়ি জাকাতের বস্তু নষ্ট হইয়া থাকে, তবে মালিকদিগের জাকাত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু সে নিজের পারিশ্রমিক পাইবে না, ইহা মে'রাজ ও ছেরাজ কেতাবে আছে। বাহারোর - রায়েকে আছে, তাহাকে বয়তুল - মাল হইতে কিছু প্রদান করা হইবে না।

যদি নিয়োজিত কর্ম্মচারী পারিশ্রমিক প্রাপ্তির সময়ের পূর্বে কিম্বা শরিয়তের কাজি নিয়মিত সময়ের পূর্বে পারিশ্রমিক কিম্বা জীবিকা গ্রহণ করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, কিন্তু না লওয়াই শ্রেয়, কেননা সে ব্যক্তি সেই সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেও না পারে। ইহা বাজ্জাজিয়া ও খোলাছা কেতাবে আছে।

নাহরোল ফায়েকে আছে, যদি সে ব্যক্তি অগ্রিম পারিশ্রমিক গ্রহণ করার পরে আদায়ি জাকাত তাহার হস্তে নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে সমধিক প্রকাশ্য মতে উহা ফিরাইয়া লওয়া হইবে না।

(৪) মোকাতেব - যে ক্রীতদাস নিজের মালিককে কিছু টাকা দিয়া মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে চুক্তিপত্র লিখিয়া লইয়াছে, সে নেছাব পিরমাণ অর্থের অধিকারী হইলেও নিজের মুক্তির জন্য জাকাতের টাকা গ্রহণ করিতে পারে, ইহা খোলাছা ও মুহিতে - ছারাখছিতে আছে।

উক্ত দাস নিজের মুক্তির জন্য জাকাত গ্রহণ করতঃ অন্য কার্য্যে ব্যয় করিতে পারে কিনা?

খাএরে - রামালি উহা জায়েজ হওয়ার মত যুক্তি সঙ্গত বলিয়াছেন এবং আল্লামা মোকাদ্দছি ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

যদি উক্ত দাস কোন হাশিমির হয়, তবে উক্ত গোলামের পক্ষে জাকাতের টাকা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

উক্ত অসমর্থ গোলাম জাকাতের যে অর্থ তাহার ধনী প্রভুকে প্রদান করিবে, তাহা তাহার পক্ষে ভক্ষণ করা হালাল হইবে যেরূপ একজন দরিদ্র দরিদ্রতা অবস্থায় জাকাতের অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল, এখন সে অর্থশালী হইয়াছে, কিম্বা একজন বিদেশী বিদেশ থাকা উহা গ্রহণ করিয়াছিল, এখন সে নিজের অর্থ-সম্পত্তির নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, এ সূত্রে তাহাদের পক্ষে সেই টাকা হালাল হইবে।

(৫) দেনাদারের যাহার অর্থ দেনার পরিমাণ বাদ দিলে, নেছাব হয় না, কিম্বা তাহার টাকাকড়ি লোকদিগের নিটক পাওনা আছে, কিন্তু উহা আদায় করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না, এই ব্যক্তি জাকাত লওয়ার সমধিক উপযুক্ত, ঋণমুক্ত দরিদ্রকে জাকাত প্রদান করা অপেক্ষা ঋণী ব্যক্তিকে জাকাত প্রদান সমধিক উত্তম, ইহা তবইন ও মোজমারাত কেতাবে আছে। তাহতাবি বলেন, হামবীতে আছে, যদি দেনাদার হাশিমি হয় তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

মেশকাত, ২৫৩ পৃষ্ঠা —

হজরত বলিয়াছেন, হে আলি, যে কোন মুসলমান নিজের মুছলমান ভ্রাতার দেনা পরিশোধ করিয়া দিবে, খোঁদাতায়ালা কেয়ামতে তাহাকে দোজখ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন।

(৬) যে ব্যক্তি খোদর পথের পথিক হয়, ইহার অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছে, এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, যে ধর্ম্ম যোদ্ধারা অর্থের অভাবে কিম্বা ছওয়ারির পশুর অভাবে বা অন্য কোন অভাব - অনাটনের জন্য মুছলমান সৈন্যদিগের সহিত যোগদান করিতে সক্ষম

হইতেছে না, তাঁহারাই খোদার পথের পথিক।

এমাম মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যে হাজিরা দরিদ্রতা নেবন্ধণ হাজিদের কাফেলাতে পৌঁছিতে পারিতেছেন না, তাহারাই উক্ত পথের পথিক।

জহিরিঁয়া প্রণেতা ও মোরগিনানী উহার অর্থ শিক্ষার্থীগণ বলিয়াছেন, শারাম্বালালী ইহা যুক্তিযুক্ত হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

তনবিরোল আবছার প্রণেতা ও কাঞ্জ প্রণেতা প্রথম মথটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন, নহরোল - ফায়েকে আছে, গায়াতোল - বায়ানে উহা সমধিক প্রকাশ্য মত বলা হইয়াছে, মোরগীনানী উহা ছহিহ বলিয়াছেন।

বাদায়ে প্রণেতা বলিয়াছেন, উহার ব্যপক অর্থ গ্রহণ করা হইবে, কাজেই যে কেহ খোদার এবাদাত ও সৎকর্ম্মের পথে চেষ্টাবান হয়, সমস্তই দরিদ্র হইলে উহার অন্তর্গত হইবে।

(৭) যে বিদেশী নিজ ধন - সম্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পক্ষে প্রয়োজন পরিমান জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে, তদতিরিক্ত গ্রহণ করা হালাল হইবে না। যে ব্যক্তি নিজের শহরে থাকিয়া নিজের অর্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহারও উক্ত প্রকার হুকুম হইবে। সে অভাব রহিত হইলে উক্ত জাকাতের অবশিষ্ট টাকা ছদকা করিয়া দাওয়া তাহার পক্ষে জরুরী নহে। ইহা তবইন কেতাবে আছে। বিদেশীর পক্ষে জাকাত গ্রহণ অপেক্ষা কজ্জ করা উত্তম, কিন্তু ইহা ওয়াজেব নহে, কেননা সে উহা পরিশোধ করিতে সমর্থ না হইতে পারে; ইহা ফৎহোলকদির ও জাহিরিয়াতে আছে।

(মছলা) যে ব্যক্তির টাকা কড়ি অন্যের নিকট পাওনা আছে, উহা পরিশোধ জন্য আগামী কোন তারিখ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, কিম্বা কোন অনুপস্থিত লোকের নিকট তাহার টাকা নগদ রহিয়াছে অথবা কোন অভাবগ্রস্ত লোকের নিকট তাহার টাকা পাওনা আছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে

তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

(মছলা) একটি স্ত্রীলোকের স্বামীর নিকট নেছাব পরিমাণ মোহর পাওনা আছে, স্বামী ধনী এবং উহা চাওয়া মাত্র তাহাকে প্রদান করিতে পারিবে, তবে তাহাকে জাকাত প্রদান করিলে উহা জায়েজ হইবে না। আর যদি উহা চাহিঁলে, স্বামী পরিশোধ করিবে না, তবে উহা জায়েজ হইবে। বাহরোর - রায়েক প্রণেতা বলেন, ইহা উক্ত মোহরের ব্যবস্থা হইবে—যাহা চাওয়া মাত্র প্রদান করার প্রথা আছে। আর মৃত্যু কিম্বা তালাক দেওয়া কালাতক যে মোহর পরিশোধ করার সময় থাকে, উহার জন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে জাকাত গ্রহণ নাজায়েজ হইতে পারে না। — শাঃ, ২-৬৪-৬৭, আঃ, ১-১৯৯-২০০, তাঃ ১-৪২২-৪২৫।

প্রঃ— জাকাতের টাকা কয়জনকে দিতে হইবে?

উঃ— মালিক সমস্ত শ্রেণীকে অথবা এক শ্রেণীকে কিম্বা একজনকে দিতে পারে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না। — আঃ ১-২০০।

(মছলা) উক্ত জাকাতের টাকা কিম্বা সামগ্রী দরিদ্রদিগকে কেবল মোবাহ করিয়া দিলে জাকাত আদায় হইবে না, বরং তাহাদিগকে মালিক করিয়া দিতে হইবে।

যদি কেহ কোন দরিদ্রকে কোন খাদ্য - সামগ্রী খাওয়াইয়া দেয় তবে জাকাত আদায় হইবে না, কিন্তু যদি তাহাকে খাদ্য - সামগ্রী প্রদান করা হয়, তবে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

মোবাহ করিয়া দেওয়াতে কেবল তাহাকে ভক্ষণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে, সে উহাতে যথেষ্টা ব্যবহার করিতে পারে না।

আর মালিক করিয়া দেওয়ার অর্থ এই যে, সে উহা নিজে ভক্ষণ করিতে পারে, অন্যদিগকে ভক্ষণ করাইতে পারে, কিম্বা বিক্রয় করিতে পারে।

যদি কেহ কোন অজ্ঞান বালক কিম্বা উন্মাদকে জাকাত প্রদান

করে, তবে তাহার গ্রহণ করা সাব্যস্ত হয় না, এই হেতু উক্ত জাকাত জায়েজ হইবে না, হাঁ যদি তাহার পিতা, অছি, আত্মীয় কিম্বা বেগানা প্রতিপালনকারী অথবা তাহাকে কে কুড়াইয়া লইয়াছিল, সেই ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে উহা গ্রহণ করে, তবে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে। ইহা বাহরোর - রায়েক ও নহরোল - ফায়েকে আছে। গ্রহণ করার অর্থ এই যে, সে উহা লইয়া ফেলিয়া না দেয়। যদি কেহ বুদ্ধিমান বালককে জাকাত প্রদান করে, কিন্তু তাহার পিতা অর্থশালী হয়, তবে তাহার এই জাকাত জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি কেহ কোন অর্থশালী স্ত্রীকে জাকাত দেয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

যদি কেহ ভাই, ভগ্নী কিম্বা ফুফুকে খোরপোশ প্রদান করে, আর উহাতে জাকাতের নিয়ত করে, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি শরিয়তের কাজি এই খোরপোশের হুকুম করিয়া থাকেন, আর সে খোরপোশ প্রদানের নিয়ত করে, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইবে না, পক্ষান্তরে যদি সে উহার নিয়ত না করে, বরং জাকাতের নিয়ত করে, তবে উহা জায়েজ হইবে। — তাঃ ১ - ৩৮৮ - ৩৮৯ ও শাঃ, ২ - ৩৬৮।

প্রঃ— কোন কোন কার্য্যে জাকাত দেওয়া জায়েজ নহে?

উঃ— (১) মছজিদ ও সেতু নির্ম্মাণে, পুষ্করিণী ও কুপ খনন, পথ সংস্কার, নদী সংস্কার, হজ্জ এবং জেহাদ কার্য্যে জাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েজ হইবে না, যেহেতু উহাতে কাহাকেও মালিক করিয়া দেওয়া হয় না।

(২) মৃত্যের কাফনের বাবদ উহা ব্যয় করা জায়েজ হইবে না, কেননা মৃত কিছুর মালিক হইতে পারে না, এই হেতু যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া কোন মৃতের কাফন প্রদান করে, আর কোন হিংস্র জন্তু লাশটিকে ফাড়িয়া খাইয়া ফেলে, তবে কাফনবস্ত্র যে ব্যক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পাওনা হইবেন, মৃতের ওয়ারেছগণ উহা পাইবে না, ইহা

নহরোল - ফায়েক কেতাবে আছে।

(৩) মৃতের দেনা পরিশোধ কল্পে উহা ব্যয় করা জায়েজ হইবে না, যদি জীবিত ফকিরের আদেশে তাহার দেনা পরিশোধ কল্পে জাকাতের টাকা ব্যায় করে, তবে উহা জায়েজ হইবে। আর যদি কেহ জীবিতাবস্থায় জাকাতের টাকা হইতে তাহার দেনা পরিশোধ করিতে অনুরোধ করিয়া মরিয়া যায়, তৎপরে জাকাত হইতে দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে এই জাকাত জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, হেদায়া কদুরি ও খোলাছার এবারতের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, উক্ত জাকাত আদায় হইবে না, নহরোল - ফায়েকে ইহা যুক্তিযুক্ত মত বলা হইয়াছে পক্ষান্তরে মুহিত, মুফিদ ও খানিয়ার এবারতে স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, উহা আদায় হইয়া যাইবে।

লেখক বলেন, এস্থলে নাজায়েজ হওয়ার মত গ্রহণ করাই এহতিয়াত।

(৪) জাকাতের টাকা দিয়া কোন ক্রীতাদাসকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দিলে কিম্বা নিজের পিতাকে খরিদ করিলে, জাকাত আদায় হইবে না।

লেখক বলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, জাকাতের টাকায় মক্তব মাদ্রাসা নির্ম্মাণ করা জায়েজ হইবে না।

(মছলা) জাকাতের টাকা দ্বারা উপরোক্ত কার্য্যগুলি করিতে গেলে, মালিক একজন ফকিরকে জাকাতের টাকা প্রদান করিবে, তৎপরে তাহাকে উক্ত কার্য্যগুলি করিতে আদেশ করিবে, ইহাতে মালিক জাকাতের ছওয়াব এবং ফকির এই কার্য্যগুলির ছওয়াব পাইবে, ইহা বাহরোর - রায়েক কেতাবে আছে।

তাহতাবি বলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, মালিক এই কার্য্যগুলির ছওয়াবের শরিক হইবেন, কেননা সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শক উহার

অনুষ্ঠানকারীর তুল্য ছওয়াব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা হাদিছে আছে।

এমাম ছোইউতি জামে - ছগিরে উল্লেখ করিয়াছেন, যদি ছদকা শত লোকের হস্ত পরিবর্ত্তন করে, তবে তাহারা সকলেই প্রথম ব্যক্তির তুল্য ছওয়াব পাইবেন।

তাহতাবি বলেন, যদি মালিক ফকিরকে জাকাতের টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে এইরূপ হুকুম করেন, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইবে না, কিন্তু আল্লামা এবনো - আবেদীন শামী উহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, ইহা নিয়তের উপর নির্ভর করে। যখন মালিকের নিয়ত জাকাত দেওয়া হইতেছে, তখন উহাতে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

এক্ষণে যদি ফকির তাহার আদেশ লঙ্ঘন করে, তবে উহা জায়েজ হইবে, ইহা রহমতি বলিয়াছেন — শাঃ, ২।১৩।৬৮।৬৯, তাঃ, ১।৩৯৫।৪২৫-২৬, বাঃ, ২।২৪৩।

প্রঃ— কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না?

উঃ— জাকাত প্রদানকারী নিজের পিতা, মাতা, দাদা, দাদি নানা, নানি, পুত্র, কন্যা, পোতা, পুৎনি, নাতি এবং নাৎনিকে জাকাত দিলে উহা জায়েজ হইবে না, এইরূপ — তাহাদিগকে ফেৎরা, মানশা, কাফফারা ইত্যাদি ওয়াজেব ছদকা প্রদান করা জায়েজ হইবে না, তাহাদিগকে নফল ছদকা প্রদান করা জায়েজ, বরং মোস্তাহাব হইবে, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

হালাল পুত্রকন্যাকে যেরূপ উহা প্রদান করা জায়েজ হইবে না, সেইরূপ — তাহা কর্ত্তৃক (ব্যভিচার) ভাবে যে সন্তান জন্মে, তাহাকেও জাকাত দিলে, উহা জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ কোন ফকিরকে জাকাত প্রদান করতঃ হুকুম করে যে, সে উহা উক্ত মালিকের দরিদ্র পিতামাতাকে প্রদান করিবে, তবে ইহা মকরুহ হইবে, ইহা কেনইয়া কেতাব আছে।

যদি সে নিজের দরিদ্র ভ্রাতা, ভগ্নি, চাচা, ফুফু, মামু খালাকে জাকাত দেয়, তবে উহা জায়েজ হইবে, বরং ইহাতে জাকাত এবং আত্মীয়তার হক উভয় আদায় হইয়া যাইবে।

জাহিরিয়া কেতাবে আছে, প্রথমে নিজের উপরোক্ত প্রকার আত্মিয়দিগকে জাকাত প্রদান করিবে, তৎপরে নিজের মুক্ত - গোলামদিগকে, অবশেষে প্রতিবেশিদিগকে উহা প্রদান করিবে।

আরও উক্ত কেতাবে আবু হাফছ কবির কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার আত্মীয়গণ অভাবগ্রস্থ সে যদি তাহাদের অভাব মোচন না করিয়া অন্যদিগকে ছদকা প্রদান করে, তবে তাহার ছদকা মকবুল হইবে না।

নিজের সৎমাতা, পুত্রবধু ও জামাতাকে জাকাত দিলে, জায়েজ হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ মরণাপন্ন অবস্থায় নিজের ভাইকে জাকাত প্রদান করে তবে ইহা ছহিহ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। বাহরোর রায়েক ও নহরোল ফায়েকে ইহা জায়েজ হওয়ার মত সমর্থন করা হইয়াছে। আল্লামা শামি বলিয়াছেন, ইহা কাজির বিচারে ছহিহ হইবে না, এমন কি যদি অন্যান্য ওয়ারেছগণ ইহা জানিতে পারে, তবে উহা ফিরাইয়া লইতে পারিবে, কেননা ইহা যেন ওয়ারেছকে অছিয়েত করার ন্যায় হইল। মোখতারাত ইত্যাদিতে আছে, যদি কাহারও জেম্বায় এত পরিমাণ জাকাত ফরজ থাকে যে, তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে ওয়ারেছ জানিতে না পারে, এই ভাবে অতি সংগোপনে প্রদান করিবে, এমন কি যদি তাহারা জানিতে পারে, তবে একতৃতীয়াংশ হইতে যাহা বেশী হইবে, তাহা ফেরত লইতে পারে।

প্রথমমোক্ত মছলায় ওয়ারেছগন জানিতে না পারিলে, আল্লাহ তায়ালার নিকট জাকাত আদয় হইয়া যাইবে। শাঃ ২ - ৬৯, বাঃ, ২ -

২৪৩।

জাকাত, ফেৎরা এবং মানসাগুলি প্রথমে নিজের ভ্রাতা ভগ্নিগুলিকে দেওয়া মোস্তাহাব, তৎপরে তাহাদের সন্তানগণকে, তৎপরে নিজের চাচা ও ফুফুগণকে, তৎপরে তাহাদের সন্তানগণকে তৎপরে নিজের মামু ও খালাদিগকে তৎপরে তাহাদের সন্তানগণকে তৎপরে ফারাএজি স্বত্ব হইতে বঞ্চিত (মহরুম) আত্মীয়গণকে, তৎপরে প্রতিবেশীদিগকে, তৎপরে নিজের সমব্যবসায়ীদিগকে, তৎপরে নিজের শহরবাসীদিগকে কিম্বা গ্রামবাসীদিগকে তৎসমস্ত প্রদান করিতে হইবে। ইহা ছেরাজ - আহ্বাজ কেতাবে আছে।

যদি মালিক এক শহরে থাকে, এবং তাহার জাকাতের যোগ্য টাকাকড়ি অন্য শহরে থাকে, তবে শেযোক্ত শহরে উহা বিতরণ করা হইবে, আর যে স্থানে মালিক থাকবে তথায় ফেৎরা দিতে হইবে, কিন্তু যে স্থানে তাহার নাবালেগ সন্তানগুলি ও গোলামগুলি থাকিবে তথায় দিতে হইবে না। তবইন কেতাবে ইহা ছহিহ মত ও মোজমারাত কেতাবে ইহা ফতোয়া বিশিষ্ট - মত বলা হইয়াছে।

এক শহর হইতে অন্য সহরে জাকাত স্থানান্তরিত করা মকরুহ কিন্তু যদি কেহ অন্য শহরে নিজের আত্মীয়গণকে, কিম্বা নিজের শহরবাসিগণ অপেক্ষা সমধিক অভাবগ্রস্ত অন্য শহরবাসীগণকে প্রদান করে, তবে দোষ হইবে না।

যদি বৎসর শেষ হওয়ার পরে উপরোক্ত দুইটি কারণ ব্যতীত অন্য শহরবাসীদিগকে জাকাত প্রদান করে, তবে মকরুহ হইবে, কিন্তু যদি বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বে উহা করে, তবে মকরুহ হইবে না। ইহা ছেরাজ কেতাবে আছে। আঃ, ১ - ২০১ - ২০২।

(২) নিজের স্ত্রীকে জাকাত দিলে, জায়েজ হইবে না, এমন কি যে স্ত্রীকে তিন তালাক দিওয়া হইয়াছে, উহার এদ্দত থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে

জাকাত দিলে, জায়েজ হইবে না, ইহা নহরোল - ফায়েকে মে'রাজোদ্দেরায়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ স্ত্রী নিজের স্বামীকে জাকাত দিলে, উহা এমাম আবুহানিফা রহমাতুল্লাহের মতে জায়েজ হইবে না।

(৩) নিজের কতৃদাসকে জাকাত দিলে, উহা জায়েজ হইবে না।

(৪) ছাহেবে - নেছাব অর্থশালীকে জাকাত দিলে, জায়েজ হইবে না, কাহাস্তানি বলিয়াছেন, যে, বিদেশী নিজের অর্থ - সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ নিয়োজিত জাকাত আদায়কারী অর্থশালী হইলেও জাকাত গ্রহন করিতে পারিবে, আর যে গোলাম নিজের মুক্তি লাভের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে চুক্তি - পত্র লিখিয়া লইয়াছে, সে মুক্তির বিনিময় ব্যতীত নেছাব পরিমাণ টাকার অধিকারী হইলেও জাকাত লইতে পারিবে।

যদি কারারও গৃহ, গৃহের আসবাবপত্র, খাদেম, ঘোটক, অস্ত্র - শস্ত্র ব্যবহারের বস্ত্র এবং যোগ্য পাত্রেরপক্ষে এলম সংক্রান্ত কেতাব সকল থাকে, তবে সে জাকাত গ্রহণ করিতে পারে।

যদি কাহরাও নিকট কোরআন কিম্বা এলম সংক্রান্ত কেতাব নেছাব পরিমাণ থাকে, কিন্তু তাহার উক্ত কেতাবের প্রয়োজন না হয়, তবে তাহাকে জাকাত দেওয়া কিম্বা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। ইহা আলমগিরিতে আছে।

যদি এতদ্ব্যতীত যে সকল বস্তু প্রয়োজনীয় নহে, তৎসমুদয় নেছাব পরিমাণ হয়, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

হাছান বাছারি (রঃ) বলিয়াছেন, ছাহাবাগন দশ সহস্র দেরম পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, ঘোটক, বাটী ও খাদেমের অধিকারী হইয়াও জাকাত প্রদত্ত হইতেন, যেহেতু তৎসমুদয় মনুষ্যদিগের প্রয়োজনীয় বিষয়।

ফাতাওয়াতে লিখিত আছে, যাহার দোকান ও শস্যের গোলাগৃহ

সকল আছে, কিন্তু শষ্যগুলি তাহার ও তাহার পরিজনের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, এমাম মোহম্মদের মতে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা হালাল হইবে।

যদি কোন লোকের খোর্ম্মা বৃক্ষ সকল থাকে, কিন্তু উহার ফলের দ্বারা তাহার সংসার নির্বাহ না হয়, তবে উল্লিখিত প্রকার হুকুম হইবে। যদি কোন লোকের নেছাবের মূল্য পরিমাণ গম বা খাদ্য সামগ্রী থাকে, এক্ষেত্রে যদি উহা এক মাসের খোরাক হয়, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা হালাল হইবে।

আর যদি এক বৎসরের খোরাক হয়, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা হালাল হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও হালাল হওয়া বিশ্বাসযোগ্য মত। তাতারখানিয়া কেতাবে তহজিব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ইহাই ছহিহ মত।

উক্ত তাতারখানিয়া কেতাবে ছোগরা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তির একটি বাটি আছে, সে উহার একাংশে বাস করিয়া থাকে, অবশিষ্টাংশ তাহার বাসের জন্য প্রয়োজনীয় হয় না, তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহন করা হালাল হইবে, ইহা ছহিহ মত।

উক্ত কেতাবে আছে, এমাম মহম্মদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তির কৃষিক্ষেত্র আছে — সে উহাতে চাষ করিয়া থাকে একটী দেকান আছে— সে উহা ভাড়া দিয়া থাকে কিম্বা একটি বাটী আছে - সে উহা ভাড়া দিয়া থাকে, উহার ভাড়া ৩ সহস্র টাকা আদায় হইয়া থাকে, কিন্তু উক্ত আমদানী দ্বারা তাহার ও তাহার পরিজনের এক বৎসরের খোরাক না হয়; তবে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে?

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও উক্ত কৃষিক্ষেত্রে, দোকান কিম্বা বাটীর মূল্য কয়েক সহস্র টাকা হয়, তবু তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা হালাল হইবে। ইহা ফতোয়াযুক্ত মত।

স্ত্রীলোকের তৈজস পত্রের জন্য তাহাকে অর্থশালিণী বলিয়া গণ্য করা হইবে কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়—যদি উহা গৃহের প্রয়োজনীয় আছবাবপত্র, ব্যবহারের বস্ত্র ও খাদ্য ও পানপত্র সকল হয়, তবে তৎসমস্ত দরকারী বিষয় হইবে। আর যদি গহনা কিম্বা সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক পাত্র ও আছবাব পত্র হয়, তবে নেছাব পরিমাণ হইলে, সেই স্ত্রীলোকটি অর্থশালীনী বলিয়া গণ্য হইবে। তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যে স্ত্রীলোকের মণিমুক্তা ইত্যাদি রত্নরাজী থাকে, আর সে উহা ঈদের দিবস এবং স্বামীর শান্তি প্রদানার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে, আর উহা ব্যবসায়ের জন্য না হয়, উহা নেছাব পরিমাণ হইলে, উহার জন্য তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজেব হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। হাছানবেনে আলি উহাতে ফেৎরা ওয়াজেব বলিয়াছেন, হাফেজ ওমার বলিয়াছেন, উহা ওয়াজেব হইবে না

আলমগিরিতে আছে, যদি কাহারও একটি বাটী থাকে এবং উহার মধ্যে নেছাব পরিমাণ মূল্যের একটি বাগান থাকে, তবে বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি উহার মধ্যে রন্ধনশালা, গোছলখানার ন্যায় বাটীর হিতকর কোন বিষয় না থাকে, তবে তাহাকে উহার জন্য জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না।

যাহার নেছাব পরিমাণ মূল্যের শীতবস্ত্র থাকে, আর গ্রীষ্মকালে উহার প্রয়োজন হয় না, তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা হালাল হইবে।

যে কৃষকের দুইটি চাষের গরু আছে, সে জাকাত গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যদি তদতিরিক্ত নেছাব পরিমান মূল্যের গরু থাকে, তবে তাহার পক্ষে জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

(মছলা) যেব্যক্তি নেছাব অপেক্ষা কম টাকাকড়ির মালিক হয় যদিও সে ব্যক্তি সুস্থ এবং জীবিকা উপার্জ্জনকারী হয়, তবু তাহাকে জাকাত প্রদান করা জায়েজ হইবে, ইহা জাহেদী ও গয়াতোল বায়ানে

আছে; কিন্তু বাদায়ে কেতাবে আছে, তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ না করাই উত্তম।

(মছলা) ছাহেবে - নেছাবে ক্রীতদাসকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না, কেবল মোকাতেব শ্রেণীর গোলাম নিজের মুক্তির জন্য জাকাত লইতে পারে, ইহা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা মে'রাজ কেতাবে আছে।

(মছলা) ধনী ব্যক্তির নাবালক পুত্র কন্যাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না, উক্ত পুত্র কন্যার ভরণ-পোষণের ভার তাহার উপর, থাকুক, আর না থাকুক, ইহা সমধিক ছহিহ মত, ইহা নহরোল - ফায়েক ও তবইনল - হাকায়েক কেতাবে আছে।

যদি ধনবান ব্যক্তির নাবালোক পুত্র কিম্বা বালেগা কন্যা দরিদ্র হয়, তবে তাহাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে।

যদি কোন নাবালেগের পিতা না থাকে কিন্তু ধনী মাতা থাকে তবে তাহাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে। যদি ধনী ব্যক্তির স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে উক্ত স্ত্রীকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে।

যদি ধনী ব্যক্তির পিতা দরিদ্র হয়, তবে তাহাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে। ইহা কাফি তাহাবীর টীকা ও বাহারোর - রায়েকে অছে।

যে বিবাহিত কন্যার ধনী পিতা ও স্বামী থাকে, সেই কন্যাটীকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও জায়েজ হওয়া সমধিক ছহিহ মত, ইহা নহরোল - ফায়েকে আছে শাঃ, ২ - ৭২, আঃ, ১ - ২০০ -২০১ ও বাঃ, ২ - ২৬৪ ও তাঃ, ১ - ৪২৮।

কারামিয়া নামক বেদয়াতি সম্প্রদায়কে জাকাত দেওয়া জায়েজ নহে, তাহারা ধারণা করিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা আরশেষ উপর স্থিতিশীল আছেন এবং আল্লাহতায়ালার উপর ' জওহর' শব্দ প্রয়োগ

করিয়া থাকে।

এইরূপ মোশাব্বেহা সম্প্রদায়কে জাকাত দেওয়া জায়েজ নহে, তাহারা খোদার ছেফাতকে 'হাদেছ' (ন সৃষ্ট) ধারণা করিয়া থাকে মূল কথা যে বেদয়াতিরা কাফেরী মূলক মত ধারণা করে, তাহাদিগকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নহে। ইহা বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। তাঃ ১। ৪৩১ ও শাঃ, ২। ৭৫।

হাসিমী বংশধরদিগের মধ্যে হজরত আলি, আব্বাছ জাফ'র আকিল ও হারেছ বেনে আব্দুল মোত্তালেবের বংশধরগণকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না, কেবল আবুলাহারের বংশধরগণকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে। ইহাই জাহেরের - মজহাব ও ফৎওয়াযুক্ত মত। উপরোক্ত হাশেমিদিগের ক্রীতদাস কিম্বা মুক্ত দাসকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না।

এইরূপ হাশিমিদিগকে মানশা, ওশোর ও কাফফারা দেওয়া জায়েজ হইবে না, তাহাদিগকে নফল ছদকা ও অকফের আকদানি হইতে দান করা জায়েজ হইবে।

দারোল - ইছলামের আশ্রিত কাফেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না, কিন্তু তাহাকে ফেৎরা কাফফারা মানশা ইত্যাদি ওয়াজেব ছদকা দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, হাবিকুদছি কেতাবে নাজায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

দারোল হরবের কাফেরকে নফল ছদকা দেওয়া জায়েজ কিনা উহাতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। গায়াহ ও নেহায়া কেতাবে নাজায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে, কিন্তু মুহিত কেতাবে ছাত্ররে কবির হইতে লিখিত আছে, এমাম মোহম্মদ উহা জায়েজ বলিয়াছেন।

প্রঃ— যদি কেহ অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত ধারণায় জাকাত প্রদান করে, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি কেহ জাকাত গৃহীতার উহার উপযুক্ত পাত্র কি না, ইহাতে সন্দেহ করে, এই হেতু অনুমান করে এবং তাহার প্রবল ধারণায় সে ব্যক্তি যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, তৎপরে সে তাহাকে জাকাত দেয়, কিম্বা একজন ভিক্ষুক তাহার নিকট যাচ্ঞা করে এই হেতু সে তাঁহাকে জাকাত প্রদান করে, অথবা একজন ভিক্ষুকদিগের সারিতে উপবিষ্ট হইয়া তাহদের ন্যায় কার্য্য করে বা ভিক্ষুকদিগের পোষাক পরিধান করে, এই হেতু তাহাকে জাকাত প্রদান করে তৎপরে সেই জাকাত গৃহিতা যোগ্যপাত্র বলিয়া প্রকাশিত হয়, তবে সকলের মতে জাকাত আদায় হইবে। আর যদি তাহার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত না হয়, তবে উহা আদায় হইয়া যাইবে।

আর যদি প্রকাশিত হয় যে সে ব্যক্তি ধনী, দারোল ইছলামের আশ্রিত কাফের, হাশিমি, হাশিমির মুক্ত দাস, তাহার পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী কিম্বা স্বামী, তবে উক্ত জাকাত আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি প্রকাশিত হয় যে, সে তার ক্রীতদাস তবে এই জাকাত আদায় হইবে না তাহাকে উক্ত জাকাত দোহরাইতে হইবে, ইহা তাহাবীর টীকায় আছে। আর যদি প্রকাশিত হয় যে, দারোল - ইছলামের কাফের, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে কাঞ্জ, হেদায়া ও মোলতাকার এবরতে বুঝা যায় যে, উক্ত জাকাত আদায় হইবে, মোবতাগা, মোখতাব ও কেফায়াতোন বয়হকিতে স্পষ্টভাবে উহা আদায় হইয়া যাওয়ার কথা লিখিত আছে। মুহিত কেতাবে জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন দুইটি রেওয়াএত লিখিত আছে।

গায়াতোল - বায়াতোল বায়ান ও মে'রাজ কেতাবে উক্ত জাকাত নাজায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে। বাহরোর - রাএক প্রণেতা ইহা সত্যমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আকতা কেতাবে আছে যে, এমাম আবুইউছফ (রঃ) উহা নাজায়েজ বলিয়াছেন, ইহা এমাম হানিফা

(রঃ) এর এক রেওয়াএত। মোশকেলাতে জাওয়াহেরজাদাতে উক্ত জাকাত দোহরাণ ওয়াজেব হওয়া, সর্ববাদিসম্মত মত বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, আল্লামা - শামী বলিয়াছেন, উহা সর্ববাদি সম্মত মতে নাহইলেও আকতা কেতাবের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, উহা মজাহাবের এমামের মত।

লেখক বলেন, এক্ষেত্রে জাকাত দোহরাণ এহতিয়াত। আর যদি কেহ এক ব্যক্তিকে জাকাত প্রদান করে, কিন্তু সে ব্যক্তি যোগ্য পাত্র কিনা ইহার চিন্তা তাহার অন্তরে উদয় না হয়, তবে উক্ত জাকাত আদায় হইয়া যাইবে, অবশ্য যদি ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে জাকাত গৃহীতা উপযুক্ত পাত্র নহে, তবে উহা আদায় হইবে না।

যদি কেহ গৃহিতার যোগ্যপাত্র হওয়ার সন্দেহ করিয়া এসম্বন্ধে অনুমান চিন্তা গবেষণা না করিয়া তাহাকে জাকাত প্রদান করে, কিম্বা অনুমান গবেষণা করিয়া তাহার যোগ্য হওয়া প্রকাশিত না হয়, অথবা তাহার যোগ্যপত্র না হওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তবে এই জাকাত আদায় হইবে না, কিন্তু যদি অবশেষে সে যোগ্যপাত্র বলিয়া প্রকাশিত হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে। আঃ, ১ - ২০১ শাঃ ২।

(মছলা) যদি গৃহীতা জাকাতদাতার ক্রীতদাস, কিম্বা দারোল হরবের কাফের হওয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহার নিকট হইতে উহা ফেরতলওয়ার আপত্তি করা হইবে না, আর যদি তাহার হাশেমি হওয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাহার নিকট হইতে উহা ফেরত লওয়ার আপত্তি করা হইবে কিনা, তদ্বিষয়ে দুইটি রেওয়াএত আছে।

আর যদি তাহার নিজের সন্তান কিম্বা ধনী হওয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহার নিকট হইতে উহা ফেরত চাওয়া হইবে না, কিন্তু এইরূপ লোকের পক্ষে উহা হালাল হইবে কি না ইহাতে মতভেদ হইয়াছে,

যে রেওয়াএতে উহা হালাল হইবে না, তদনুযায়ী কি করিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, সে উহা দরিদ্রদিগকে ছদকা করিয়া দিবে। অন্যদল বলিয়াছেন, উহা দাতাকে ফেরত দিবে। ইহা কাহাস্তানি, জাহেদী হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।— শাঃ ২ - ৭৪।

প্রঃ— একজন দরিদ্রকে কি পরিমাণ জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে?

উঃ— নেছাব অপেক্ষা কম জাকাত দেওয়াতে কোন দোষ নাই, কিন্তু যদি তাহাকে নেছাব পরিমাণ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক পরিমান জাকাত প্রদান করে, তবে উহা মকরুহ হইবে। অবশ্য যদি সে দেনাদার হয়, আর মহাজনদিগকে উহা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পরে তাহার নিকট নেছাব পরিমাণ টাকা উদ্ধত্ত না থাকে অথবা সে পরিজনদিগকে ভরণপোষণের দায়ী হয় এক্ষেত্রে যদি সে তাহাদিগকে উহা বন্টন করিয়া দেয়, তবে প্রত্যেকের অংশ নেছাব পরিমাণ না হয়, তবে মকরুহ হইবে না, ইহা ফৎহোলকদিরে আছে। শাঃ ২ - ৭৪।

প্রঃ— কোন সময় ভিক্ষা করা জায়েজ হইবে?

উঃ— যাহার এক দিবসের খোরাক থাকে, কিম্বা যে ব্যক্তি সুস্থ উপার্জ্জন করার যোগ্য হয়, তাহার পক্ষে খাদ্যসামগ্রী ভিক্ষা করা হালাল হইবে না, অবশ্য যদি কেহ বিনা ছওয়াল তাহাকে খাদ্য সামগ্রী কিম্বা টাকাকড়ি প্রদান করে, তবে তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ করা হালাল হইবে। ইহা বাহরোর - রায়েকে আছে।

যদি কাহারও বাটি থাকে, আর সে উহাতে অবস্থিতি করে কিন্তু সে উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হয় তবে জহিরদ্দিন বলিয়াছেন, যদি তদপেক্ষা কমস্থানে তাহার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে তাহার পক্ষে ছওয়াল করা জায়েজ হইবে না, ইহা মে'রাজ কেতাবে আছে।

তৎপরে তিনি উহা জায়েজ হওয়ার মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন

যে, ইহা সমধিক সহজ মত এবং এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কার্য্যক্ষমা হইয়া কিম্বা এক দিবসের খোরাকের মালিক হইয়া কাপড় ক্রয়, গৃহের ভাড়া পরিশোধ কিম্বা গৃহের প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য ছওয়াল করে, তবে উহা জায়েজ হইবে। পক্ষান্তরে যদি গৃহ ক্রয় করা উদ্দেশ্যে ছওয়াল করে, তবে উহা জায়েজ হইবে না।

যদি কার্য্যক্ষম ব্যক্তি নিজেকে জেহাদে কিম্বা এলম শিক্ষায় নিয়োজিত করার জন্য উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া ছওয়াল করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা বাহরোর - রায়েক কেতাবে আছে।

প্রঃ— উপরোক্ত প্রকার ভিক্ষুককে দান করিলে কি হইবে?

উঃ— দোররোল - মোখতারে আছে যে, দাতা তাহার অবস্থা অবগত হইয়াও দান করিলে গোনাহগার হইবে, কেননা ইহাতে হারাম কার্য্যে সহায়তা করা হয়।

পক্ষান্তরে আকমাল, মাশারেকের টিকায় লিখিয়াছেন যে, তাহাকে হেবার নিয়তে দান করিলে গোনাহ হইবে না। বাহরোর - রাএক প্রণেতা বলিয়াছেন যে, ইহাতে হারাম কার্য্যে সহায়তা করা হয় না।

মোকাদ্দছি বলিয়াছেন, ফকিহগণের কথার মর্ম্ম এই যে, যদি এইরূপ ভিক্ষুককে দান করা হয়, তবে যেন তাহাকে ভিক্ষা করিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়, আর যদি এইরূপ লোককে ভিক্ষা দেওয়া না হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা এইরূপ কার্য্য হইতে তওবা করিতে পারে।

(মছলা) এক দিবস দরিদ্রকে নিজের এবং তাহার পরিজনের খাদ্য, বস্ত্র, তৈল, গৃহের ভাড়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছাওয়াল করিতে না হয়, এই পরিমাণ জাকাত প্রদান করা মোস্তাহাব, ইহা ফৎহোল -

কদিরে আছে।

(মছলা) ঈদের পদ্ধতি অনুসারে যদি কেহ নিজের আত্মীয়দিগের বুদ্ধিমান বালকদিগকে কিম্বা যে ব্যক্তি কোন সুসংবাদ আনয়ন করিয়াছে তাহাকে, অথবা যে নুতন ফল উপহার প্রদান করে তাহাকে জাকাত প্রদান করে, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

(মছলা) একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন লোককে বিনা বেতনে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া তাহাকে কিছু জাকাত প্রদান করে, এ ক্ষেত্রে যদি এই দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত জাকাতের টাকা না পাইলেও শিক্ষা দিতে কুণ্ঠা বোধ না করে, তবে জাকাত আদায় হইয়া যাইবে আর যদি উহা না পাইলে, শিক্ষা দেওয়া ত্যাগ করে, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইবে না।

এইরূপ ঈদের দিবসে চাকর ও চাকরীণীকে জাকাত প্রদান করিলে উহা আদায় হইয়া যাইবে, ইহা মে'রাজ কেতাবে আছে। — আঃ, ১ - ২০২ ও শাঃ, ২ - ৭৬ - ৭৭।

(মছলা) যদি কেহ জাকাতের টাকা নিজের হস্তে রাখে এবং দরিদ্রগণ উহা লুণ্ঠন করিয়া লয়, যদি সে ব্যক্তি ইহাতে রাজী হয় এবং উক্ত টাকা জাকাতের নিয়তে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল কিম্বা লুণ্ঠন করিয়া লওয়ার পরে উহা নষ্ট করিয়া ফেলার পূর্ব্বে জাকাতের নিয়ত করে, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইবে, কিন্তু যদি ইহাতে সে রাজি না হয়, কিম্বা উহা নষ্ট করার পরে জাকাতের নিয়ত করে, তবে উহাতে জাকাত আদায় হইবে না।

যদি কাহারও টাকা পড়িয়া গিয়া থাকে এবং একজন দরিদ্র উহা কুড়াইয়া লইয়া যায়, এ ক্ষেত্রে যদি মালিক উক্ত দরিদ্রকে চিনিতে পারে এবং উহা নষ্ট হওয়ার পূর্বে ইহাতে রাজী হইয়া থাকে, তবে জাকাত আদায় হইবে। যদি সে তাহাকে চিনিতে না পারে, কিম্বা চিনিতে পারিয়াও

উহা বিনষ্ট হওয়ার পরে তাহার উপর রাজী হয়, তবে উক্ত জাকাত আদায় হইবে না। উপরোক্ত মছলা দুইটি খোলাছা কেতাবে আছে।

(মছলা) নিজের ও নিজের পরিজনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পরিমাণ রাখিয়া যাহা কিছু উদবৃত্ত হয়, তাহা ছদকা করা মোস্তাহাব। আর যদি দান করিলে, পরিজনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অভাব অনাটন হয়, তবে এইরূপ দান মকরুহ হইবে।

যে ব্যক্তি নিজের পূর্ণ তাওয়াক্কোল করার এবং যাচ্ঞানা করিতে সমর্থ হওয়ার বিষয় অবগত হয়, সে ব্যক্তি নিজের সমস্ত অর্থ দান করিলে, জায়েজ হইবে, আর যদি উভয় বিষয়ে অসমর্থ হয়, তবে নিজের সমস্ত অর্থ ছদকা করিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না।

যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টি লাভ করিতে ধৈর্য্যশীল না হয়, তাহার পক্ষে অল্প গ্রাসাচ্ছদন মকরুহ হইবে। ইহা দোরারোল - বেহারের টীকায় আছে।

(মছলা) তাতারখানিয়া কেতাবে মুহিত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যখন কেহ নফল ছদকা করিতে চাহে, তখন তাহার পক্ষের সমস্ত ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ছওয়াব রেছানির নিয়ত করা উত্তম, কেনন ইহাতে ছওয়াব কম হইবে না, বরং সকলেই সমান ছওয়াব পাইবে। শাঃ, ২।৭৭।

(মছলা) হারাম টাকাকড়িতে জাকাত ফরজ হইবে না, অকাট্য হারাম ছওয়াবের নিয়তে ছদকা করিলে, কাফের হইতে হয়, এইরূপ ছওয়াবের নিয়তে সুদের টাকা দ্বারা মছজিদ নির্মাণ করিলে কাফের হইয়া যাইবে।— শাঃ, ২২৮।

ছদকায় ফেৎরা

প্রঃ— জাকাত ও ফেৎরা কোন সময় আদায় করা ওয়াজেব?

উঃ— একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, জীবনের মধ্যে জাকাত আদায়

করা ফরজ, যে সময় জাকাত আদায় করিবে, উহা আদায় হইয়া যাইবে। যদি সে শেষ জীবনে উহা আদায় না করিয়া মরিয়া যায়, তবে গোনাহগার হইবে, বাদায়ে কেতাবে আছে যে, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। বাকানি ও তাতারখানিয়া প্রণেতা এই মত ছহিহ বলিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বৎসর শেষ হওয়ার পরক্ষণেই জাকাত দেওয়া ওয়াজেব, এমন কি উহার এক দুই দিবস বিলম্ব করিলে গোনাহগার হইবে। বাদায়ে কেতাবে মোন্তকা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যদি সে জাকাত আদায় না করে, এমন কি দ্বিতীয় বৎসর অতীত হইয়া যায়, তবে গোনাহগার হইবে। দোর্রোলমোখতারে আছে, এই মতে বিনা আপত্তি উহা আদায় করিতে বিলম্ব করিলে, গোনাহগার হইবে এবং তাহার সাক্ষ্য শরিয়তের কাজীর নিকট অগ্রাহ্য হইবে। শরহে - অহবানিয়াতে এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। ফৎহোল কদিরে আছে, জাকাত দেওয়া ফরজ এবং অবিলম্বে উহা প্রদান করা ওয়াজেব, বিনা জরুরতে বিলম্ব করিলে গোনাহগার হইবে, ইহা কারখি ও হাকেম শহিদ মোন্তাকা কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম আবুজাফর, আবু হানিফা (রঃ) ইহাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাকাত দিতে বিলম্ব করা মকরুহ, মকরুহ বলিলে, মকরুহ তহরিমি হওয়া বুঝা যায়। আমাদের তিন এমাম হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উহা বিনা বিলম্বে প্রদান করা ওয়াজেব।

মূল কথা, জাকাত দিতে বিলম্ব না করা উচিত।

আরও ফৎহোল কদিরে আছে, যদি কেহ জাকাত দিতে বিলম্ব করে, এমন কি পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে ওয়ারেছগণ জানিতে না পারে, এই ভাবে গোপনে জাকাত আদায় করিয়া দিবে। আর যদি তাহার নিকট টাকাকড়ি না থাকে এবং টাকা কর্জ্জ লইয়া জাকাত আদায় করার ইচ্ছা করে, যদি তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, উহা আদায় করা

সক্ষম হইবে, তবে কর্জ্জ লওয়া উত্তম, নচেৎ উহা কর্জ্জ লইবে না, কেননা কেয়ামতে মহাজনের তাগাদা কঠিনতর হইবে। ফেৎরা জীবনের মধ্যে আদায় করিয়া দিলে আদায় হইয়া যাইবে , ইহা আমাদের এমামগণের মত, বাহ্‌রোররায়কে বাদায়ে কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ইহাই ছহিহ মত। সমস্ত মতন গ্রন্থে এইমত উল্লিখিত হইয়াছে, কেননা তৎসমুদয়ে লিখিত হইয়াছে, যদি কেহ ফেৎরা ইদের দিবসের পূর্ব্বে বা পরে প্রদান করে, তবে ছহিহ হইবে।

যদি কেহ ফেৎরা না দিয়া মরিয়া যায়, আর তাহার ওয়ারেছগণ উহা আদায় করিয়া দেয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

জওহারা কেতাবে আছে, যদি কেহ জাকাত, ফেৎরা, কাফফারা ও মানশা আদায় না করিয়া মরিয়া যায়, তবে আমাদের মজহাবে তাহা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তৎসমুদয় গ্রহণ করা হইবে না, কিন্তু যদি ওয়ারেছগণ অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদয় আদায় করিয়া দেয়, তবে জায়েজ হইবে, এসম্বন্ধে তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করা হইবে না। আর যদি সে অছিয়েত করিয়া থাকে, তবে তাহার এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি হইতে উহা আদায় করিয়া দেওয়া হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইদের দিবসে উহা আদায় করা ওয়াজেব কিন্তু ইহা দুর্ব্বল মত।

বাদায়ে কেতাবে আছে, ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে ফেৎরা আদায় করা মোস্তাহাব।

প্রঃ— কোন ব্যক্তির উপর ফেৎরা ওয়াজেব হইবে ?

উঃ— যে আজাদ মুছলমান নিজের ও পরিজনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাদ দিয়া নেছাব পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, বাণিজ্য - সামগ্রী কিম্বা অন্য প্রকার আছবাব - পত্রের মালিক হয়, তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজেব হইবে। জাকাত ও ফেৎরার নেছাবে পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ,

রৌপ্য, ছয় মাসের অধিক ময়দানে বিচরণকারী পশু এবং বাণিজ্য সামগ্রী ব্যতীত অন্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ হয় না, পক্ষান্তরে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি নেছাব পরিমাণ হইলে, উহাতে ফেৎরা ওয়াজেব হইবে, বরং তৎসমস্ত ব্যতীত যে জমি, গৃহ, আছবাবপত্র, পশু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় না হয়, উহা নেছাব পরিমাণ মূল্যের হইলে, উহাতে ফেৎরা এবং কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। মনে ভাবুন, একজনের একটি বাগান পতিত থাকে, উহাতে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না, কিম্বা একখন্ড জমী ঐ অবস্থায় পতিত থাকে, উহা নেছাব মূল্যের হইলে, উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু ফেৎরা ও কোরবাণি ওয়াজেব হইবে। এইরূপ একখানা নেছাব পরিমাণ মূল্যের বাসগৃহ কিম্বা একটা সিন্ধুক বেকার অবস্থায় পড়িয়া থাকে, উক্ত গৃহে কাহারও থাকার প্রয়োজন হয় না, কিম্বা উক্ত সিন্ধুকে কোন বস্তু রাখার আবশ্যক হয় না, তবে উক্ত উভয় দ্রব্যে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু ফেৎরা ও কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।

এইরূপ যদি কোন কৃষকের তিনটী বলদ থাকে, দুইটাই কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় হয়, তৃতীয়টি প্রয়োজনীয় না হয়, যদি ইহা নেছাব পরিমাণ মূল্যের হয়, তবে উহাতে জাকাত ফরজ হইবে না, কিন্তু ফেৎরা ও কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।

দ্বিতীয় জাকাতের সামগ্রী পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইলে, উহার জাকাত দেওয়া ফরজ হয়, কিন্তু ফেৎরা ও কোরবাণির জন্য এক বৎসর অতীত হওয়া জরুরি নহে, বরং ঈদের দিবসে নেছাব পরিমাণ টাকা থাকিলে, ফেৎরা ও কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকার ছাহেবে নেছাব হয়, সে নিজের পক্ষ হইতে নিজের দরিদ্র নাবালেগ পুত্রের পক্ষ হইতে এবং নিজের খেদমতের গোলামের পক্ষ হইতে ফেৎরা আদায় করিবে। ইহা তাহার পক্ষে ওয়াজেব হইবে।

কাফের কিম্বা ক্রীতদাসের উপর ফেৎরা ওয়াজেব হইবে না। ফেৎরা ওয়াজেব হওয়ার জন্য বুদ্ধিমান কিম্বা বালেগ হওয়া জরুরী নহে, এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি নাবালেগ কিম্বা উন্মাদের নিজের টাকাকড়ি থাকে তবে উভয়ের অলি কিম্বা অছি উক্ত নাবালেগ কিম্বা উন্মাদের টাকা হইতে ফেৎরা আদায় করিয়া দিবে। এইরূপ উভয়ের পিতা, দাদা কিম্বা অছির পক্ষে উভয়ের ক্রীতদাসের পক্ষ হইতে উভয়ের অর্থ হইতে ফেৎরা অদায় করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

যদি ধনী নাবালেগের কিম্বা উন্মাদ বালেগ পুত্রের অর্থ হইতে তাহার অলি ফেৎরা আদায় করিয়া না দেয়, তবে এমাম আবু-হাণিফা ও আবু ইউছফ্ (রঃ)-র মতানুসারে নাবালেগ বালেগ হইলে কিম্বা উন্মাদ চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে, তাহার উপর পূর্ব্বকার ফেৎরা আদায় করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি উভয় দরিদ্র হয়, তবে তাহাদের উপর ফেৎরা ওয়াজেব হইবে না, বরং তাহাদের অলি কিম্বা অছির উপর তাহাদের পক্ষ হইতে ফেৎরা আদায় করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে, এমন কি যদি এক্ষেত্রে তাহাদের অলি কিম্বা অছি তাহাদের পক্ষ হইতে ফেৎরা না দেয়, তবে তাহাদের বালেগ কিম্বা চৈতন্যপ্রাপ্ত হওয়ার পরে তাহাদের উপর ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না। ইহা বাহরোর - রায়েক, জহিরিয়া ও বাদয়ে কেতাবে আছে।

তাহতাবিয়াতে হালাবি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, বালেগ পুত্রের বুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেলে, উন্মাদ বালেগ পুত্রের ন্যায় ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

যে সন্তান গর্ভে আছে, তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরা আদায় করিয়া দিতে হইবে না, ইহা ছেরাজ আহ্বাজ কেতাবে অছে।

পিতার উপর নিজের অর্থ হইতে তাহার নাবালেগ কিম্বা বুদ্ধিলুপ্ত

পুত্রের গোলামের ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, ইহা এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছফ (রঃ) মত । যদি কেহ নাবালেগা কন্যাকে কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়া তাহার নিকট সমর্পণ করিয়া থাকে, তবে পিতার উপর তাহার ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

তাহতাবী ও শামী উক্ত মতটি খোলাছা হইতে উদ্ধৃত করিছাছেন, কিন্তু নহরোল ফায়েকে কিনইয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যদি উক্ত কন্যা স্বামীর খেদমত করার উপযুক্তা হয়, তবে, পিতার উপর তাহার ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু যদি উহার উপযুক্ত না হয়, কেবল স্বামী নিজের গৃহে তাহাকে আবদ্ধ রাখে, তবে পিতার উপর তাহার ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

আল্লামা তাহতাবি বলিয়াছেন, এই মছলায় ভিন্ন ভিন্ন দুইটি রেওয়াএত আছে, কিম্বা প্রথম রেওয়াএতটির অর্থ দ্বিতীয় রেওয়াএতের অনুরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। লেখক বলেন, কন্যাটি খেদমতের অনুপযুক্ত হইলে পিতার উপর ফেৎরা ওয়াজেব হওয়ার মতটি গ্রহণ করা এহতিয়াত।

যদি দরিদ্র হয়, কিম্বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে দাদার উপর নাবালেগ পৌত্রের ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতে মতভেধ হইয়াছে দোর্রাল - মোখতারে আছে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে দাদার উপর উক্ত ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে, ইহা এমাম হাছানের রেওয়াএত, এখতিয়ার ও ফৎহোল - কদিরে এই মতটি মনোনীত স্থির করা হইয়াছে। কাজিখান কেতাবে আছে, পিতা দরিদ্র হইলে, দাদার উপর উক্ত ফেৎরা ওয়াজেব না হওয়া সর্ববাদি সম্মত মত। আর যদি পিতা মরিয়া গিয়া থাকে, তবে দাদার উপর উহা ওয়াজেব না হওয়া জাহেরে - রেওয়াএত। লেখক বলেন, কাজিখানের রেওয়ায়েত গ্রহণ

করিলে, কোন দোষ হইবে না। আর হাছানের রেওয়াএতটি গ্রহণ করা এহতিয়াত হইবে।

যদি একটি শিশুকে কোন স্থানে পড়িয়া পাওয়া হয়, আর দুইটি লোক তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া দাবি করে, কিম্বা একটি ক্রীত দাসীর দুইজন মালিক হয় এবং তাহার গর্ভে একটি সন্তান জন্মিয়া থাকে, আর উভয় মালিক তাহাকে নিজের ঔরষজাত সন্তান বলিয়া দাবি করে, তবে উক্ত শিশুর ফেৎরা কাহার উপর ওয়াজেব হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। জহিরিয়া কেতাবে আছে যে, প্রত্যেক দাবিদারের উপর তাহার ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। খোলাছা কেতাবে আছে, যদি উভয়ের মধ্যে একজন দরিদ্র হয়, তবে ধনীর উপর তাহার ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। এইরূপ যদি উভয়ের মধ্যে একজন মরিয়া যায়, তবে জীবিত ব্যক্তির উপর উক্ত ফেতরা ওয়াজেব হইবে।

স্ত্রীর ফেতরা দেওয়া স্বামীর প্রতি এবং বালেগা বুদ্ধিমান সন্তানের ফেতরা দেওয়া পিতার প্রতি ওয়াজেব নহে। যদি কেহ নিজের স্ত্রী কিম্বা বালেগা বুদ্ধিমান পুত্রের পক্ষ হইতে ফেতরা আদায় করিয়া দেয়, তবে কি হইবে তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

হেদায়া কেতাবে আছে, যদি তাহদের বিনা অনুমতিতে তাহাদের ফেতরা আদায় করিয়া দেয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি তাহারা তাহার ভরণ - পোষনের অধিক থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে, কাজিখানে এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

আর যদি স্ত্রী অবাধ্য হইয়া অন্যত্রে চলিয়া যায়, কিম্বা যে নাবালেগা স্ত্রী স্বামীর বাটীতে গমন করে নাই, অথবা যে বালেগা পুত্র পৃথক অন্নে থাকে, তাহাদের ফেতরা তাহাদের বিনানুমতিতে দিলে, জায়েজ হইবে না, ইহা কাহাস্তানি মুহিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি কোন বেগানা তাহার ভরণ - পোষনের অধীন থাকে, তবে তাহার বিনা অনুমতিতে

ফেতরা দিলে জায়েজ হইবে, ইহা বাহারোর - রায়কে জহিরিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পুত্রের প্রতি পিতার ফেতরা দেওয়া তাহার অন্নভক্ত থাকিলেও ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু যদি পিতা দরিদ্র ও উন্মাদ হয়, তবে পুত্রের প্রতি তাঁহার ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে, ইহা বাহরোর - রাঁয়েক ও নহরোল - ফায়েকে আছে।

এইরূপ মাতার ফেতরা দেওয়া একান্নভুক্ত হইলেও পুত্রের প্রতি ওয়াজেব হইবে না, ইহা জওহারা কেতাবে আছে।

এইরূপ নিজের দাদা - দাদি ও নানা - নানির ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, এইরূপ তবইন কেতাবে আছে নিজের নাবালেগ ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনের ফেৎরা একান্নভুক্ত থাকিলেও ওয়াজেব হইবে না, ইহা কাজিখানে আছে। — শাঃ, ২।৭৯।৮২, আঃ, ১। ২০৪। ২০৫, তাঃ, ১।৪৩৩।৪৩৬, বাঃ, ২। ৩৫২।৩৫৩।

প্রঃ — যাহার সমস্ত টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ফেৎরা মা'ফ হইবে কি না?

উঃ— যদি কাহারও সমস্ত টাকা দৈব - দুর্ব্বিপাকে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার উপর যে ফেৎরা কিম্বা হজ্জ ওয়াজেব ফরজ হইয়াছিল, তাহা মা'ফ হইবে না। পক্ষান্তরে জাকাত ফরজ হওয়ার পরে তাহার সমস্ত টাকা নষ্ট হইয়া গেলে, তাহার জাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সে সেচ্ছায় উক্ত টাকাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে উহার জাকাত মা'ফ হইবে না।

আর যদি বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সমস্ত টাকা নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে না।

যদি কেহ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে নেছাব পরিমাণ টাকা কোন লোককে কর্জ্জ দেয়, তৎপরে কর্জ্জ গৃহীতা উক্ত টাকাগুলি অস্বীকার

করিয়া বসে, আর ইহার প্রমাণ (সাক্ষীদ্বয়) না থাকে, কিম্বা কর্জ্জ গৃহীতা মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং তাহার কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তি না থাকে, এইরূপ যদি বাণিজ্যের নেছাব পরিমাণ বস্ত্র কোন লোককে আছিএত দেয়, আর গৃহিতা উহা অস্বীকার করে এবং উহার কোন প্রমাণ না থাকে, কিম্বা সে শূন্য হস্তে মরিয়া যায়, তবে দাতার উপর উক্ত টাকা কিম্বা বস্ত্রের যে জাকাত ওয়াজেব হইয়াছিল, তাহা মা'ফ হইয়া যাইবে।

যদি ময়দানে বিচরণকারী পশুগুলির জাকাত ফরজ হওয়ার পরে উহাদিগকে খোরাক কিম্বা পানি না দেয়, এই হেতু মরিয়া যায়, তবে উহাদের জাকাত মাফ হইবে না। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যদি কেহ বাণিজ্য সামগ্রীকে বৎসর শেষ হওয়ার পরে সেইরূপ মূল্যের বাণিজ্য সামগ্রীর কিম্বা দিরম বা দীনার সমূহের বিনিময়ে বিক্রয় করে, এইরূপ যদি বাণিজ্য - সামগ্রীকে অন্য শ্রেণীর বানিজ্য - সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রয় করে, এইরূপ যদি দেরমগুলিকে অন্য দেরমগুলি কিম্বা দীনারগুলির সহিত বিক্রয় করে, তৎপরে তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তৎসমুদয়ের জাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে।

এইরূপ যদি বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে উপরোক্ত বস্তুগুলি বিক্রয় করে, তৎপরে বৎসর শেষ হইলে তৎসমস্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তৎসমুদয়ের জাকাত মাফ হইয়া যাইবে।

যদি অতি সামান্য মূল্য কমে উহা বিক্রয় করে, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু যদি এরূপ কম মূল্যে বিক্রয় করে, যে, লোকেরা সেইরূপ ক্ষতি বিক্রয় করিয়া করে না, তৎপরে উক্ত সামগ্রী একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তবে সে ব্যক্তি ক্ষতির পরিমাণ জাকাতের দায়ী হইবে।

যদি বাণিজ্য - সামগ্রীকে অন্য প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রয় করে - যাহা বাণিজ্য - সামগ্রি নহে, তৎপরে উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে কি হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

ফৎহোল - কদিরে আছে, যখন সে বিনিময় লইয়াছিল, তখন যদি বাণিজ্য না করার নিয়ত করিয়া থাকে, তবে উক্ত সামগ্রীর জাকাতের দায়ী হইবে। আর যদি কোন নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে উক্ত জাকাত মাফ হইয়া যাইবে।

যদি বাণিজ্য দ্রব্যের বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে উহা দরিদ্র ব্যতীত অন্যকে হেবা করে, কিম্বা উহার অছিএত করে, বা স্ত্রীর মোহর ধার্য্যে নেকাহ করে, অথবা স্ত্রীলোক উহা দ্বারা খোলা করে, কিম্বা খেদমতের গোলামের বিনিময়ে বা পরিধেয় বস্ত্র সমূহের বিনিময়ে বিক্রয় করে, অথবা উক্ত অর্থ দ্বারা কোন জমী বা গৃহ ইজারা লয় কিম্বা বাণিজ্য সামগ্রীকে ময়দানে বিচরণকারী পশুগুলির বিনিময়ে বিক্রয় করে, তবে উক্ত জাকাতের টাকার দায়ী হইবে ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যদি কাহারও এক সহস্র টাকা কিম্বা মোহর থাকে এবং বৎসর শেষ হওয়ার পরে সে উহা দ্বরা ব্যবসায়ের গোলাম কিম্বা বাণিজ্য সামগ্রী খরিদ করে, তৎপরে উক্ত গোলাম মরিয়া যায় কিম্বা বাণিজ্য সামগ্রীগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তবে উক্ত সহস্রের জাকাত মাফ হইয়া যাইবে, আর যদি উহা দ্বারা খেদমতের গোলাম খরিদ করে, তবে উক্ত গোলামের মৃত্যুতে উহার জাকাত মাফ হইবে না।

যদি কেহ ময়দানে বিচরনকারী পশুগুলিকে সেই শ্রেণীর পশুগুলির, অন্য শ্রেণীর পশুগুলির, টাকা কড়ির কিম্বা বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তৎপরে বিনিময়ের বস্তুগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তবে সে ব্যক্তি তৎসমুদয়ের জাকাতের দায়ী হইবে। আর যদি বৎসর পূর্ণ না হইতে বিক্রয় করে, তবে জাকাতের দায়ী হইবে না।

শাঃ, ২।৮০।২২।২৩, তাঃ, ১। ৪০২। ৪৩৪।

প্রঃ— কোন্ সময় ফেতরা ওয়াজেব হইয়া থাকে?

উঃ— ঈদের দিবস ছোবহে - ছাদেকের চিহ্ন প্রকাশিত হইলে

ফেতরা ওয়াজেব হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ছোবহে - ছাদেক হওয়ার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু উহার পরে মরিয়া গেলে তাহার উপর ফেতরা ওয়াজেব হইবে।

যে ব্যক্তি ছোবহে - ছাদেকের পূর্বে পয়দা হয়, কিম্বা মুছলমান হয়, তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজেব হইবে। যে ব্যক্তি ছোবেহ - ছাদেকের পরে পয়দা হয় কিম্বা মুছলমান হয়, তাহার উপর ফেতরা ওয়াজেব হইবে না।

যে দরিদ্র ছোবহে - ছাদেকের পূর্ব্বে ছাহেবে - নেছাব হয়, তাহার উপর ফেতরা ওয়াজেব হইবে। যে ধনী উহার পূর্ব্বে দরিদ্র হইয়া যায়, তাহার উপর ফেতরা ওয়াজেব হইবে না।

যে ব্যক্তি ঈদের দিবসের পরে দরিদ্র হইয়া যায়, তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজেব থাকিয়া যাইবে। এই মছলাগুলি তবইন, মুহিতে ছারাখছি ও জওহারা নাইয়েরা কেতাবে আছে। — তাঃ ১। ৪৩৭, শাঃ, ২৮৫ ও আঃ, ১। ২০৪।

প্রঃ— অগ্রিম ফেতরা দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ— প্রথম রমজান শুরু হইলে, ফেতরা দেওয়া জায়েজ হইবে, ইহাতে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু রমজানের পূর্ব্বে ফেতরা দিলে জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ মতন ও শরহের কেতাবে লিখিত আছে যে, উহা জায়েজ হইবে। হেদায়া, কাফি, তবইন, হেদায়ার টিকাগুলি, বোরহান, কাজিখান, বাজ্জাজিয়া ও মুহিত কেতাবে এই মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে, এবনো কামাল বাশা, শারাম্বালালিয়া, আল্লামা শামি ও দোর্রোল - মোখতার প্রণেতা এই মত সমর্থন করিয়াছেন। নাহরোল - ফায়েক প্রণেতা ইহা প্রবল মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অল অয়ালজিয়া কেতাবে ইহা জাহেরে -

রেওয়াএত বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে তনবিরোল-আবছার প্রণেতা রমজানের পূর্ব্বে ফেতরা দেওয়া জায়েজ না হওয়ার মত ছহিহ বলিয়াছেন, জওহারা ও জহিরিয়া কেতাবে এই মতটি যুক্তি যুক্ত বলা হইয়াছে। ইহা এমাম মোহম্মদ বেনেল-ফজলের মনোনীত মত। বাহরোর-রায়েক প্রণেতা ও আল্লামা তাহতাবি বলিয়াছেন,প্রথম মতটি জাহেরে - রেওয়াএত হইলেও শেষোক্ত মতটি ফতওয়া-যুক্ত মত, আর বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, জাহেরে - রেওয়াএত অপেক্ষা ফৎওয়া বিশিষ্ট মতটি অগ্রগণ্য হইয়া থাকে, কাজেই শেষোক্ত মতটি গ্রহণীয় হইবে। লেখক বলেন, শেষোক্ত মতটি সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট মত। — বাঃ, ২। ২৫৫। তাঃ, ১। ৪৩৭, শাঃ, ২। ৮৫।

প্রঃ— একজনের ফেৎরা কয় জনকে দেওয়া জায়েজ হইবে?

উঃ— আলমগিরির ১। ২০৫ পৃষ্ঠায় তবইন কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, এক জনের ফেৎরা একজন দরিদ্রকে দেওয়া ওয়াজেব, একাধিক দরিদ্রকে বন্টন করিয়া দিলে, জায়েজ হইবে না। বাহরোর - রায়েকের ২। ২৫৫। ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, তবইন ও ফৎহোল-কদিরের এবারতে উহা নাজায়েজ হওয়া বুঝা যায়, কিন্তু এমাম কারখি উহা জায়েজ বলিয়াছেন, অলওয়ালজিয়া, কাজিখান, মুহিত ও বাদায়ে কেতাবে উহা জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে। নিজে আল্লামা জয়লয়ি উহা তবইন কেতাবের জহোরের অধ্যায়ে উহা বিনা মতভেদ উল্লেখ জায়েজ বলিয়াছেন। দোর্রোল মোখতার প্রণেতা উপরোক্ত কথাগুলি উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জায়েজ হওয়া অধিকাংশ ফেকহ - তত্ত্ববিদের মত, বোরহান কেতাবে ইহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে। ইহাই মজহাবের গৃহীত মত। আল্লামা শামি রদ্দোল মোহতারের ২। ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বাহারোর - রায়েক প্রণেতা ও আল্লামা নুহ নাজায়েজ

হওয়ার মত রদ করিয়াছেন, কেননা নাজায়েজ হওয়া কতিপয় লোকের মত, আর জায়েজ হওয়া, বিরাট দলের মত, আর বিরাট দলের মত আস্থা স্থাপনের যোগ্য। উক্ত কেতাবগুলিতে আছে, কয়েক জনের ফেৎরা একজন দরিদ্রকে দেওয়া জায়েজ হইবে।

(মছলা) যদি কোন দরিদ্র তাহার ওপর ফেৎরা ওয়াজেব হওয়ার ধারণায় দান করে, তবে উহা নফল ছদকায় পরিণত হইবে, ইহা এছকাতি হাসিয়ার - মিছকিনে উল্লেখ করিয়াছেন। — তাঃ ১ - ৪৩৭

(মছলা) যদি কোন ব্যক্তির কয়েকটি সন্তান ও স্ত্রী থাকে আর সে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ফেৎরার গম ওজন করিয়া তৎপরে সমস্ত গম একত্রিত করিয়া তাহাদের সকলের নিয়তে দরিদ্রদিগকে দান করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

যদি স্বামী -স্ত্রীকে নিজের ফেৎরা আদায় করিয়া দিতে হুকুম করে এবং সে - স্বামীর বিনা হুকুমে নিজের গমের সহিত তাহার গম মিশ্রিত করিয়া দরিদ্রকে দান করে, তবে এমাম আজমের মতে স্ত্রীর ফেৎরা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু স্বামীর ফেৎরা আদায় হইবে না, ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে।

আর যদি স্বামী উহা মিশ্রিত করার অনুমতি দিয়া থাকে, তবে উভয়ের ফেতরা আদায় হইয়া যাইবে।

আর যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে মিশ্রিত করিয়া দান করে, তৎপরে স্বামী ইহাতে রাজী হয়, এক্ষেত্রে যদি উহা দরিদ্র নষ্ট না করিয়া থাকে, তবে জায়েজ হইবে, নচেৎ না।

এইরূপ যদি স্ত্রী স্বামীকে নিজের ফেতরার গম বিতরণ করিতে অনুমতি দেয় এবং স্বামী উভয়ের গম মিশ্রিত করিয়া বিতরণ করে, তবে উহাতে উভয়ের ফেৎরা আদায় হইয়া যাইবে। দোর্রোল মোখতার প্রণেতা ও তাহতাবী এই মত সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শামি ইহার

প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লেখক বলেন, প্রথম মত সহজ ও সুবিধাজনক।

প্রঃ— ফেৎরার পরিমান কি?

উঃ— অর্দ্ধ ছা' গম, কিম্বা এক ছা' খোর্ম্মা (শুষ্ক খর্জ্জুর) অথবা এক ছা' যব, দিতে হইবে। গমের আটা কিম্বা ছাতু দিতে ইচ্ছা করিলে, কি পরিমাণ দিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয় আলমগিরি ও তনবিরোল আবছারে লিখিত আছে যে, ইহাও অর্দ্ধ ছা' দিলে জায়েজ হইবে। যবের আটা কিম্বা ছাতু দিতে ইচ্ছা করিলে, এক ছা' দিতে হইবে।

পক্ষান্তরে হেদায়া ও ফৎহোল - কদিরে আছে, গম ও যবের আটা কিম্বা ছাতু দিতে হইলে, পরিমান ও মূল্য উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা এহতিয়াত, এরূপ অর্দ্ধ ছা'গমের আটা কিম্বা ছাতু দিতে হইবে — যাহার মূল্য অর্দ্ধ ছা'গমের তুল্য হয়, এরূপ এক ছা'যবের আটা কিম্বা ছাতু দিতে হইবে যাহার মূল্য এক ছা'যবের মূল্যের তুল্য হয়। এরূপ অর্দ্ধ ছা'গমের আটা কিম্বা ছাতু দিবে দিবে না যাহার মূল্য অর্দ্ধ ছা গমের মুল্য অপেক্ষা কম হয়, কিম্বা এরূপ এক ছা'যবের আটা কিম্বা ছাতু দিবে না, যাহার মূল্য এক ছা'যবের মূল্য অপেক্ষা কম হয়।

এইরূপ অর্দ্ধ ছা'এর কম গমের আটা কিম্বা ছাতু দিবে না যদিও উহার মুল্য অর্দ্ধ ছা'গমের মুল্য পরিমান হয়, এইরূপ এক ছা'এর কম যবের আটা কিম্বা ছাতু দিবে না — যদিও উহার মূল্য এক ছা'যবের মূল্যের সমান হয়।

এইরূপ এহতিয়াত করা কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, হেদায়া ও কাফি কেতাবে উহা উত্তম বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ফৎহোল - কদিরে উহা ওয়াজেব বলিয়া লিখিত আছে। তাহতবি এহতিয়াত উত্তম হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই ফৎহোল - কাদিরের ওয়াজেব হওয়ার অর্থ উত্তম হওয়া বুঝিতে হইবে।

কিশমিস কি পরিমাণ দিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। এমাম আজমের এক রেওয়াএতে অর্দ্ধ ছা' দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অন্য রেওয়াএতে এক ছা' দেওয়ার কথা আছে, ইহাই তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মত। বাহনছি মোলতাকার টীকায় এই শেষ রেওয়াএতটি ছহিহ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহরোর-রায়েকে আছে, আবুল ইউছুব এই মতটি ছহিহ্ স্থির করিয়াছেন এবং ফৎহোল - কদিরে এই মত প্রবল স্থির করা হইয়াছে। লেখক বলেন, শেষ মতটি গ্রহণীয়।

প্রঃ — ভূরা, কাউন, চিনা, ভূট্টা, বেদানা, ধান্য চাউল, ময়দা কিম্বা ঘরের রুটি ফেৎরা দিতে হইলে, কি পরিমাণ দিতে হইবে?

উঃ—শামির ২৮৩ পৃষ্ঠায়, আলমগিরির ১ - ২০৩ পৃষ্ঠায় বাহরোর রায়েকের ২ - ২৫৪ পৃষ্ঠায়, তবইনোল হাকায়েকের ১ - ৩০৯ পৃষ্ঠায় ও তাহতাবির ১ - ৪৩৬ - ৪৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হাদিছে যে কোন বস্তু দ্বারা ফেৎরা দেওয়ার কথা উল্লেখিত হয় নাই, উহা দ্বারা ফেতরা দিতে হইলে, হাদিস উল্লিখিত কোন বস্তুর মুল্য ধরিয়া দিতে হইবে । ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ধান্য ও চাউল অর্দ্ধ ছা' পরিমাণ দিলে' আদায় হইবে না, বরং অর্দ্ধ ছা' পরিমাণ গমের যে মূল্য হয়, সেই মূল্যে যে পরিমান ধান্য, চাউল, কলাই ইত্যাদি হয়, তাহাই দিলে জায়েজ হইবে।

প্রঃ- যদি অর্দ্ধছা' খোর্ম্মার মূল্য অর্দ্ধ ছা' গমের মূল্যের সমান হয়, তবে অর্দ্ধ ছা' খোর্ম্মা ফেৎরা দিলে, জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তরঃ - হজরত নবী (ছাঃ) যে বিষয়গুলির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া

দিয়াছেন, তৎসমস্ত মুল্যের হিসাবে দিলে জায়েজ হইবে না, এই জন্য অর্দ্ধ ছা' খোর্ম্মা ফেৎরা দিলে, জায়েজ হইবে না, যদিও উহার মূল্য অর্দ্ধছা' গমের মূল্যের সমান হয়। এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে অবশিষ্ট অর্দ্ধ ছা খোর্ম্মা দান করা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ যদি মধ্যম ধরণের এক ছা' গমের মুল্য অর্দ্ধ ছা' উৎকৃষ্ট গমের মূল্যের সমান হয়, তবে যেরূপ প্রথমোক্ত এক ছা গমে দুইজনের ফেৎরা আদায় হয়, সেইরূপ শেষোক্ত অর্দ্ধ ছা' গমে দুইজনের ফেৎরা আদায় হইবে না, বরং একজনের ফেৎরা আদায় হইবে, ইহা বাদায়ে, কেতাবে আছে।

যদি কেহ অর্দ্ধ ছা' খোর্ম্মা ও অর্দ্ধ ছা' যব ফেতরা প্রদান করে, কিম্বা অর্দ্ধ ছা' খোর্ম্মা ও সিকি ছা'' গম প্রদান করে, অথবা অর্দ্ধ ছা' যব ও সিকি ছা' গম প্রদান করে, তবে জায়েজ হইবে, ইহা বাহরোর - রায়েকে 'নজম' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। — শাঃ ২ - ৮৩।

প্রঃ- কোন প্রকার গম কিম্বা খোর্ম্মা অথবা যব দিতে হইবে?

উঃ- উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম সকল প্রকার দিলে জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি কেহ দুর্গন্ধ অথবা দুষিত (আএবদার) বস্তু প্রদান করে, তবে উহার ক্ষতিপূরণ পরিমাণ মূল্য দান করা ওয়াজেব হইবে। যদি নিম্ন শ্রেণীর গম কিম্বা খোর্ম্মার মূল্য দিতে চাহে, তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মূল্য উহার সহিত যোগ করিতে হইবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছ। — শাঃ ঐ পৃষ্ঠা।

প্রঃ— মিশ্রিত গম ও যব ফেৎরা দিলে কি করিবে ?

উঃ — যদি যবের পরিমাণ অধিক হয়, তবে এক ছা' দিতে হইবে, আর গমের পরিমাণ অধিক হইলে অর্দ্ধ ছা' দিতে হইবে, ইহা

কেফায়াতোশ শাবীতে আছে — শাঃ ঐ।

প্রঃ— ছা’ কাহাকে বলে?

উঃ— ২৫২ তোলা ৯ মাশা, ২ রতি ও ২ যবে এক ছা’ হয়, ইহা ৮০ তোলার সেরের প্রায় তিন সের আড়াই ছটাক হয়, আর আধ ছা প্রায় এক সের সওয়া নয় ছটাক হইবে।

প্রঃ — ফেতরা ঈদের দিবসের গত হওয়ার পরে দিলে কি হইবে?

উঃ— জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ তনজিহী হইবে। — শাঃ, ২ - ৮৫।

প্রঃ — যদি কেহ বার্দ্ধক্য, পীড়া কিম্বা মোছাফেরি হেতু রোজা রাখিতে অক্ষম হয়, তবে তাহাকে ফেৎরা দিতে হইবে কিনা?

উঃ— হ্যাঁ, তাহার উপর ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে, ইহা তজনিছে - মোলতাকাত কেতাবে মোজমারাত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে — আঃ, ১ - ২০৪।

(মছলা) দেরম, দীনার, পয়সা ফেৎরা দেওয়া উত্তম, কিম্বা গম, যব বা খোর্ম্মা দেওয়া উত্তম, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, মূল্য দেওয়া উত্তম, জওহারা কেতাবে ইহা মজহাবের ফৎওয়াযুক্ত মত বলা হইয়াছে। বাহরোর রায়েকে জহিরিয়া হইতে ইহা ফৎওয়া যুক্ত মত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আলমগিরিতে আছে, ময়দার আটা অপেক্ষা টাকা-কড়ি দেওয়া উত্তম, গম অপেক্ষা আটা দেওয়া উত্তম। দোর্রোল-মোখতারে আছে, শান্তির সময়ে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময়ে গম, যব, খোর্ম্মা দেওয়া উত্তম।

পক্ষান্তরে মোজমারাত কেতাবে আছে, গম দেওয়া সমস্ত সময়ে উত্তম, মানাহ কেতাবে ইহা ফৎওয়া যুক্ত মত বলা হইয়াছে। শাঃ, ২ - ৮৪- ৮৫, তাঃ ১ - ৪৩৭, আঃ ২০৩।

(মছলা) ফেৎরা আদায় করিয়া লইতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট লোক প্রেরণ করিবে না, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে, কিন্তু যাহারা ফেৎরা লইয়া আসিবে, তাহাদের নিকট হইতে একজন আদায় করিয়া লইয়া যোগ্য পাত্রকে দিতে পারে, ইহা রহমতি বলিয়াছেন। — শাঃ, ২-৮৬।

প্রঃ- ইছলামের ওয়াজেব কয়টি ?

উঃ- সাতটী — ফেৎরা, বেতের, কোরবাণী, ওমরা, পিতা-মাতার খেদমত, স্ত্রীর স্বামীর খেদমত এবং আত্মীয়দিগের খোরপোশ দেওয়া, ইহা হাদাদী বলিয়াছেন। শাঃ, ২-৮৬।

প্রঃ— ফেতরা লওয়ার উপযুক্ত কোন্ কোন্ ব্যক্তি হইবে?

উঃ — জাকাত লওয়ার উপযুক্ত যাহারা হইবে, ফেৎরা গ্রহণের উপযুক্ত তাহারা হইবে, কেবল দারোল-ইছলামের কাফেরকে ফেতরা দেওয়া জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে না জায়েজ, আর জাকাতের আদায়কারী জাকাত লইতে পারে, কিন্তু ফেৎরার আদায়কারী নাই, কাজেই সে উহা হইতে পারিশ্রমিক লইতে পারে না। শাঃ; ঐ।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—